পাক্ষিক

আহ্‌মদী

Fortnightly AHMADI

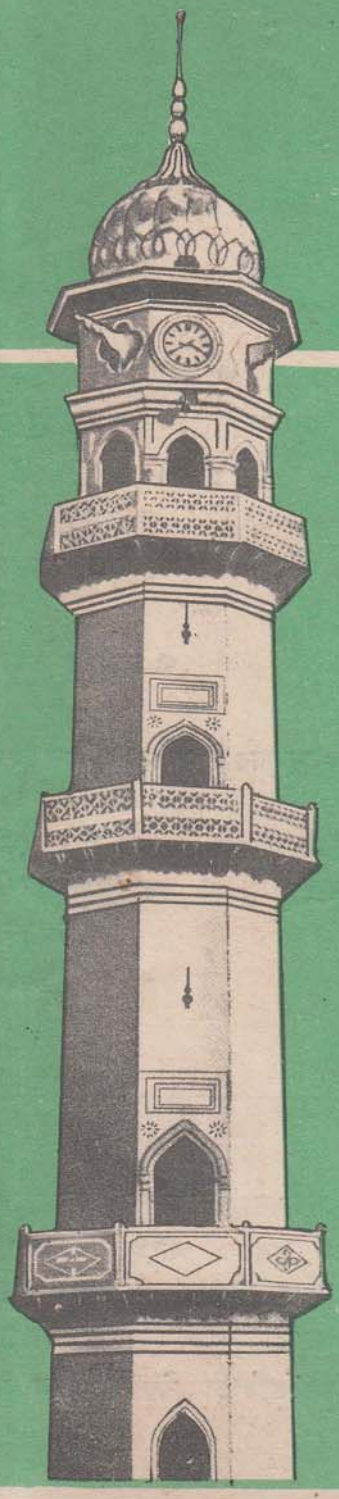

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"মানব জাতির জন্য
জগতে আজ কুরআন
ব্যতিরেকে আর কোন
ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম
সন্তানের জন্য বর্তমানে
মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)
ভিন্ন কোন রসুল ও
শাফায়াতকারী নাই।
অতএব তোমরা সেই মহা
গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত
প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে
চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও
তাঁহার উপর কোন প্রকারের
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না"।

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

নব পর্যায়ে ৪০শ বর্ষ ॥ ১৫শ সংখ্যা
১২ই রবি-উস-সানি ১৪০৭ হিঃ ॥ ২৮শে অগ্রহায়ণ ১৩৯৩ বাংলা ॥ ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৮৬ইং
বার্ষিক চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ৩০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
'আহ্‌মদী'

১৫ই ডিসেম্বর ১৯৮৬

৪০ বর্ষঃ
১৫শ সংখ্যাঃ

বিষয়	লেখক	পৃঃ
* তরজমাতুল কুরআনঃ সূরা আল-রা'দ (১৩শ পারা ২য় রুকু)	মূলঃ হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদঃ মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফঃ	অনুবাদঃ মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৩
* অমৃতবাণীঃ	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদঃ মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	৪
* জুম্‌য়ার খোৎবাঃ	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদঃ জনাব নজির আহমদ ভূইয়া	৬
* জুম্‌য়ার খোৎবা (সারসংক্ষেপ)ঃ	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদঃ মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	১৫
* সুলতানুল কলম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর গ্রন্থ-পরিচিতি ১৪ঃ	জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ	২৬
* সংবাদঃ		৩১

আখবারে আহমদীয়া

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে লণ্ডনে কুশলে আছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি হুজুরের সুস্বাস্থ্য ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ুর জন্য এবং গালবায়ে-ইসলামের লক্ষ্যে আল্লাহতায়ালা যেন তাঁহার সকল পদক্ষেপে তাঁহাকে সাফল্যমণ্ডিত ও সর্বতোভাবে বিজয়ী করেন তজ্জন্য নিয়মিত সকাতর দোওয়া জারী রাখিবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৪০শ বর্ষ : ১৫শ সংখ্যা

১৫ই ডিসেম্বর ১৯৮৬ইং : ১৫ই ফাতাহ্ ১৩৬৫ হিঃ শামসী : ২৮শে অগ্রহায়ণ ১৩৯৩ বাংলা :

তরজমাতুল কোরআন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরা আল-রা'দ

[ইহা মক্কী সুরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহার ৪৪ আয়াত এবং ৬ রুকু আছে]

১৩শ পারা **২য় রুকু**

৯। আল্লাহ ভালরূপে জানেন প্রত্যেক নারী যাহা (গর্ভে) ধারন করে এবং যাহা কিছু জড়ায়ুসমূহ অপরিণতরূপে পাত করে এবং যাহা কিছু পরিবর্ধন করে; এবং তাঁহার নিকট প্রত্যেক বস্তুর এক পূর্ণ পরিমাণ আছে।

১০। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য উভয় জানেন, তিনি অতীব মহান সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।

১১। তোমাদের মধ্যে যে কেহ কথা গোপন করে এবং যে কেহ উহা প্রকাশ করে (তাঁহার দৃষ্টিতে উভয়) সমান; এইরূপে সে'ও যে রাত্রি বেলায় আত্মগোপন করে এবং দিবসে বিচরণ করে।

১২। তাঁহার পক্ষ হইতে তাহার (অর্থাৎ এই রসুলের) জন্য তাহার সম্মুখে এবং তাহার পশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধভাবে আগমনকারী (ফেরেশতা) গণের জন্য জমাআত (হিফাজেতের জন্য) নিয়োজিত আছে, যাহারা আল্লাহর আদেশানুযায়ী তাহার হিফাজত করে, আল্লাহ কখনও কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা তাহাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিবর্তন করে, এবং যখন আল্লাহ কোন জাতির সম্বন্ধে আযাবের ফয়সালা করেন, তখন কেহই উহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে না; বস্তুতঃ তিনি ব্যতীত তাহাদের কোন সাহায্যকারী নাই।

১৩। তিনিই তোমাদিগকে বিজলী (-র ঝলক) দেখান ভয়ের জন্যও এবং আশার জন্যও এবং পানিভরা ভারী মেঘমালার উদ্ভব করেন।

১৪। এবং বজ্রধ্বনি তাঁহার প্রশংসার সহিত তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং ফেরেস্তা-গণও তাঁহার ভয়ে (ইহা করে); এবং তিনিই বজ্রসমূহ প্রেরণ করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা উহার দ্বারা আঘাত করেন, তবুও তাহারা আল্লাহ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করে, অথচ তিনি শাস্তি দানে অতি কঠোর।

১৫। সত্যিকার দোয়া একমাত্র তাঁহারই জন্য, এবং তিনি ব্যতিরেকে তাহারা যাহাদিগকে ডাকে, তাহারা তাহাদের ডাকে কোন উত্তর দেয় না, বরং (তাহাদের এই অবস্থা) ঠিক ঐ ব্যক্তির মত যে তাহার দুই হাত পানির দিকে প্রসারিত করে (এই আশায়) যেন পানি তাহার মুখে পৌঁছে, অথচ সেই পানি কখনও তাহার (মুখের) নিকট পৌঁছিবে না, এবং কাফেরদের (কান্নাও) দোয়া নিশ্চয় বিফল হইবে।

১৬। এবং যাহারা আসমানসমূহ ও যমীনে (বর্তমান) আছে, তাহারা এবং তাহাদের ছায়া সমূহ স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্রভাতে ও সন্ধ্যায় আল্লাহকে সেজদা করে।

১৭। তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, আসমান সমূহ ও যমীনের রাব্ব কে? (তাহারা ইহার কি উত্তর দিবে?) তুমি বল, আল্লাহ; (পুণরায় তাহাদিগকে) বল, তবুও কি তোমরা তিনি ব্যতিরেকে এমন কতগুলি সাহায্যকারী গ্রহণ করিয়াছ যাহারা নিজেদেরও কোন লাভ লোকসানের ক্ষমতা রাখে না; (তুমি তাহাদিগকে) বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হইতে পারে? অথবা অন্ধকার ও আলো কি সমান হইতে পারে? তাহারা কি আল্লাহর সংগে এমন শরীক স্থির করিয়াছে যাহারা তাঁহার সৃষ্টির অনুরূপ কিছু সৃষ্টি করিয়াছে যাহার ফলে (তাঁহার ও অন্যদের) সৃষ্টি তাহাদের নিকট একাকার হইয়া গিয়াছে? তুমি তাহাদিগকে বল, আল্লাহই সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, তিনি একক, মহাপ্রতাপান্বিত।

১৮। তিনি আসমান হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছেন, অতঃপর কতিপয় উপত্যকা নিজ নিজ পরিমাপ অনুযায়ী প্রবাহিত হইল, এবং সেই বন্যা উহার উপর স্ফীত হইয়া ওঠা ফেনা বহণ করিয়া আনিল, এবং তাহারা যাহা অলংকার অথবা তৈজষপত্র তৈয়ার করিবার উদ্দেশ্যে আগুনে উত্তপ্ত করে উহা হইতেও উহার (অর্থাৎ বন্যার) অনুরূপ এক প্রকার ফেনা হয়; এইরূপে আল্লাহ সত্য ও মিথ্যার (মধ্যে প্রভেদ করিবার) দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন; অতঃপর ফেনা (নিক্ষিপ্ত হইয়া) নষ্ট হইয়া যায় এবং যাহা মানুষের উপকারে আসে, উহা যমীনে থাকিয়া যায়; আল্লাহ এইরূপ দৃষ্টান্ত সমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করেন।

১৯। যাহারা তাহাদের রাব্বের ডাকে সাড়া দেয় তাহাদের জন্য (চিরস্থায়ী) কল্যাণ আছে, কিন্তু যাহারা তাঁহার ডাকে সাড়া দেয় না (তাহাদের অবস্থা এমন হইবে যে) যমীনের উপর যাহা কিছু আছে যদি সব তাহাদের হইত এবং উহার সমান আরও হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা (নিজদিগকে আযাব হইতে রক্ষা করিবার জন্য) সব কিছুই মুক্তি-পণ হিসাবে পেশ করিত; তাহাদের জন্য হিসাব (অবধারিত) আছে; এবং তাহাদের বাসস্থান জাহান্নাম হইবে এবং উহা বাসের জন্য বড় মন্দ স্থান।

(ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

রসুল বা খলিফার কথার মর্যাদা দেওয়ার গুরুত্ব

১। হযরত এমরান বিন হুসাইন (রাঃ) হইতে বর্ণিত, বনী তমীম গোত্রের কিছু লোক রসুল করীম (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি তাহাদিগকে (তাহাদের হেদায়ত লাভে আনন্দিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানাইয়া তাহাদিগকে হেদায়াতের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠ থাকার শর্তে ইহকাল ও পরকালের সফলতা ও কল্যাণ লাভের শুভসংবাদ জানাইয়া) বলিলেন যে, 'হে বনী তমীম। তোমরা আনন্দিত হও।" ইহা শুনিয়া তাহারা সুসংবাদকে কোন গুরুত্ব না দিয়া বলিল যে, 'আপনি আমাদিগকে সুসংবাদ ত দিয়াছেন, কিন্তু কিছু ধন-সম্পদও দান করুন।" শুভ-সংবাদের এই অমর্যাদার জন্য হযরত রসুল করীম (সাঃ) মর্মাহত হইলেন এবং তাঁহার মুখমণ্ডলে অসন্তুষ্টি রেখা ফুটিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পর ইয়ামন হইতে কিছু লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে ইয়ামন বাসীগণ! তোমরা এই শুভ-সংবাদকে গ্রহণ কর, যাহা বনী তমীম গ্রহণ করে নাই।" তাঁহারা বলিল, "হে আল্লাহর রসুল। আমরা আন্তরিকভাবে ইহাকে গ্রহণ করিলাম।" ইহা শুনিয়া হযরত রসুল করীম (সাঃ) সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার চেহারা হইতে অসন্তুষ্টির রেখা দূর হইয়া গেল। (বোখারী শরীফ)

২। হযরত জুন্দর (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি মানুষকে শুনাইবার জন্য পুণ্য কার্য্য সম্পাদন করে, খোদাতায়ালা কেয়ামতের দিন তাহার গোপন দোষ-সমূহ প্রকাশ করিয়া দিবেন। এবং যে ব্যক্তি মানুষকে যাতনা দেয়, কেয়ামতের দিন আল্লাহতায়ালা তাহাকে যাতনায় নিক্ষেপ করিবেন।" সাহাবাগণ বলিলেন, "আমাদের আর কিছু উপদেশ দান করুন।" তখন হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, "মানুষের দেহের যে অংশে প্রথম গলন ও পঁচন সৃষ্টি হয় তাহা হইল তাহার পেট। সুতরাং যাহার পবিত্র জিনিস খাওয়ার সামর্থ আছে, তাহার তাই করা উচিত, অর্থাৎ হালাল ও পবিত্র খাদ্য আহার করা উচিত। এবং যে ব্যক্তি চাহে যে, তাহার জান্নাতের পথে অন্যায়মূলক এক অঞ্জলী রক্তও যেন প্রতিবন্ধক না হয়, তাহার তাই করা উচিত অর্থাৎ সে যেন অন্যায় রক্তপাত না করে। (বোখারী শরীফ)

অনুবাদঃ **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

"হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সেই সময়েই ইহলীলা ত্যাগ করিয়া তাঁহার মৌলা ও প্রভু আল্লাহতায়ালার দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন যখন তিনি তাঁহার আরব্ধ আজ পূর্ণরূপে সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইহা কোরআন শরীফ হইতেই প্রমাণিত, যেমন আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন ঃ—

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى
و رضيت لكم الا سلام دينا

অর্থাৎ, "আজ আমি কোরআন অবতীর্ণ করিয়া এবং মানবাত্মা সমূহের পূর্ণ বিকাশ সাধন (তকমীলে নফুস) করিয়া তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছি, এবং তোমাদের জন্য দ্বীন-ইসলামকে মনোনীত করিয়াছি।" মোদ্দা কথা এই যে, কুরআন মজীদ যতখানি নাযেল হওয়ার দরকার ছিল ততখানি তাহা নাযেল হইয়াছে, এবং যোগ্যতাসম্পন্ন মানবাত্মাসমূহে অতি আশ্চর্য্যজনকভাবে কল্পনাতীত ক্রিয়া ও পরিবর্তন-সমূহ সাধিত করিয়াছে, এবং তরবিয়তী (শিক্ষা-দীক্ষা ও আত্মিক ক্রমবিকাশ)-কে কামাল ও পূর্ণত্বের মার্গে পৌঁছাইয়া তাঁহার নেয়ামত বা পুরস্কারকে তাহাদের জন্য পূর্ণ করিয়াছে। এ সেই দুইটি জরুরী রোকন (মৌলিক বিষয়), যাহা এক নবীর আগমনের চরম ও মোক্ষম উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। এখন লক্ষ্য করুন, এই আয়াত দ্বারা কত জোরদারভাবে ইহা প্রতীয়মান হইতেছে যে আঁ-হযরত (সাঃ আঃ) ততক্ষণ পর্যন্ত ইহধাম ত্যাগ করেন নাই, যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বীনে-ইসলামকে, কুরআন অবতীর্ণ করণ এবং মানবাত্মাসমূহের পূর্ণ বিকাশ সাধনের দ্বারা কামেল করা হয় নাই। আল্লাহর পক্ষ হইতে প্রেরিত হওয়ার এই সেই বিশেষ আলামত বা চিহ্ন, যাহা কোন মিথ্যাবাদীকে কখনও দান করা হয় না। বরং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পূর্বকালে কোন সত্যবাদী নবীও এই সর্বোচ্চ পর্যায়ের কামাল ও পূর্ণ বিকাশের দৃষ্টান্ত ও নমুনা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই—এমনভাবে যে, একদিকে আল্লাহতায়ালার কেতাব অতি সুচারুরূপে, ধীর-স্থিরে পূর্ণতা লাভ করে এবং অপরদিকে মানবাত্মাও পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এতদ্ব্যতীত, কুফরকে সর্বতোভাবে পরাজয় বরণ করিতে হয় এবং ইসলাম সর্বতোভাবে বিজয় লাভ করে। আঁ-হযরত (সাঃ আঃ)-

এর নবুওত এবং কুরআন করীমের সত্যতা ও হাক্কানিয়ত এই দলীলের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে অতি উচ্চ পর্যায়ে প্রতীয়মান হয় যে, আঁ-জনাব আলাইহিস সালাতু ওস্‌সালাম এমন সময় জগতে প্রেরিত হন, যখন জগত তদীয় অবস্থা ও পরিস্থিতির দ্বারা এক মহা মহিমান্বিত সংস্কারকের প্রত্যাশা করিতেছিল, অতঃপর তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত ইহজগত হইতে বিদায় গ্রহণ করেন নাই, যতক্ষণ পর্যন্ত না সত্যকে ভূপৃষ্ঠে কায়েম করিয়া দেন।" (নুরুল কুরআন)

"সাহাবা কেরাম (রাঃ)-এর এই নমুনা আমি আমার জামাতের মধ্যে দেখিতে চাই, তাহারা যেন আল্লাহতায়ালাকে অগ্রগণ্য করেন, শ্রেষ্ঠস্থান প্রদান করেন এবং কোন কিছুই যেন তাহাদের এই পথে প্রতিবন্ধক না হয়। তাহারা যেন মাল ও জানকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। সাহাবা কেরাম (রাঃ) চাহিতেন, আল্লাহতায়ালা যেন তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, যদিও এই পথে তাঁহাদের কতই না যাতনা ও সর্ব প্রকারের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হয়। যদি তাঁহাদের মধ্যে কেহ বিপদ ও সংকটাবলীর মধ্যে পতিত না হইতেন এবং ইহাতে বিলম্ব হইত, তাহা হইলে তিনি কাঁদিতেন, উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতেন। তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, এই সকল পরীক্ষা ও সংকটের তলদেশেই খোদাতায়ালার রেযামন্দী ও সন্তুষ্টির সনদ এবং ধনভাণ্ডার লুক্কায়িত রহিয়াছে……সাহাবা যে মোকামে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা কুরআন শরীফে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

منهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر —অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে কতকজন শাহাদত বরণ করিয়াছেন, যেন উহা বরণ করিয়াই তাঁহারা আসল উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হইয়াছেন, আর তাদের অপরাপরগণ এই প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন, যাহাতে তাঁহাদের শাহাদত বরণের সৌভাগ্য ঘটে। সাহাবা (রাঃ) দুনিয়ার দিকে ঝুকিয়া পড়েন নাই, যেন দীর্ঘজীবি হইতে পারেন এবং ধন-সম্পদের প্রাচুর্য লাভ করিয়া চিন্তামুক্ত ও ভোগবিলাসের জীবন যাপনের উপকরণের সৃষ্টি হয়। আমি যখন সাহাবা কেরাম (রাঃ)-এর এই আদর্শ ও নমুনা প্রত্যক্ষ করি তখন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র-করণ শক্তি এবং তাঁহার ফয়জান ও কল্যাণ-প্রবাহের চরমত্বের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতিদানে বাধ্য হই। কি কল্পনাতীত পরিবর্তন তিনি তাহাদের জীবনে ঘটাইয়াছিলেন—তিনি তাহাদিগকে **সম্পূর্ণ খোদামুখী করিয়া দিয়াছিলেন।**

"আল্লাহুমা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলে মুহাম্মদিও ওয়া বারেক ও সাল্লেম।" মোট-কথা, আমাদের এই কর্তব্য হওয়া উচিত, আমরা যেন আল্লাহতায়ালার রেযামন্দী ও সন্তুষ্টি অর্জনের প্রত্যাশী ও অন্বেষী হই এবং তাঁহাকে স্বীয় জীবনের প্রকৃত ও প্রধান কাম্য বলিয়া নির্ধারণ করি। আমাদের সকল প্রচেষ্টা ও সাধনা আল্লাহতায়ালার প্রীতি ও সন্তোষ লাভে নিয়োজিত হওয়া উচিত, যদিও তাহা কঠিন যাতনা ও বিপদাবলীর মধ্য দিয়াই লাভ করিতে হোক না কেন। এই রেযায়ে-এলাহী বা ঐশী প্রীতি ও সন্তোষ বস্তুতঃ দুনিয়া এবং উহার সকল প্রকারের ভোগ ও আস্বাদ হইতে শ্রেয়।" (মলফুজাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ৮১ ও ৮৬)

অনুবাদ ঃ মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[৪ঠা জুলাই, ১৯৮৬ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে ফজলে প্রদত্ত]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(এই খোৎবার প্রথম অংশ, যাহা 'পাক্ষিক আহমদী'র পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, উহাতে হযরত আমীরুল মুমেনিন খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) বলেন, অনেক অসুবিধা এবং মারাত্মক ধরণের প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানের আহমদীয়া জামাত বিগত ১৯৮৫-৮৬ লাজেমী চাঁদার আর্থিক বৎসরে দুই কোটি পয়ত্রিশ লক্ষ টাকার অধিক মালী কোরবানী পেশ করিয়াছে। এত সব অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও আইনগত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও এই মালী কোরবানী পাকিস্তানের আহমদীয়া জামাতের নির্ধারিত বাজেটকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। বাজেটের চাইতে বিশ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত উসুলী হইয়াছে। হুজুর আকদাস (আইঃ) বলেন, পাকিস্তানে আহমদীদের জন্য মুসলধার বৃষ্টি পাতের মওসুম ছিল না। কিন্তু খোদাতায়ালার ফজলের শিশিরই এ আশ্চর্যজনক নমুনা প্রদর্শন করিয়াছে। অনুবাদক)।

অতঃপর হুজুর আকদাস (আইঃ) বলেন :—

অতএব যাহাদের সহিত খোদার আচরণ হইল এইরূপ, তাহাদের সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধবাদী কি এই কথা বলিতে পারে যে তাহারা বিজয়ী হইয়া যাইবে? ইহা কিরূপে সম্ভব? খোদার এই ফজলের তকদীর বাস্তব জগতে আমাদের উপর প্রকাশিত হইতেছে। ইহা স্বপ্নের কথা নয়। প্রত্যেক বার দুশমন যদি এই আওয়াজ উঠায় যে, তাহারা বিজয়ী হইবে, তাহা হইলে খোদার এই তকদীর তাহাদিগকে বলিবে 'আফাহুমুল গালেবুন'। চতুর্দিকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছেতো ইহারা এবং প্রতিক্ষেত্রে ইহারাই বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। তোমরা কিভাবে বিজয়ী হইবে? তাহারাই বিজয়ী হইবে, যাহারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, যাহারা আল্লাহর ফজলের ছায়ায় রহিয়াছে, যাহাদের সামান্য প্রচেষ্টাকেও খোদাতায়ালা ফলবতী করিতেছেন, যাহাদের মহান প্রচেষ্টাকেও খোদাতায়ালা ফলবতী করিতেছেন, যাহাদের

প্রচেষ্টা বসন্তকালেও ফলবতী হইতেছে, যাহাদের প্রচেষ্টা শুষ্ক মওসুমেও ফলবতী হইতেছে, যাহাদিগকে মুষলধার বৃষ্টিপাতও বিপুল পরিমাণে উৎকর্ষতা দান করিতেছে এবং যাহাদিগের চোখে পড়ে না এমন ছিটা ফোটা শিশিরও বিপুল পরিমাণে ফল দান করিতেছে।

অতএব আলহামদুলিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য)। খোদার রহমত ও ফজলের এই আচরণ, যাহা সদা সর্বদা জারী রহিয়াছে, উহা আজও জারী রহিয়াছে এবং যদি আপনারা খোদার সহিত নিজেদের লেনদেনের পরিবর্ত্তন না করেন, তাহা হইলে উহা আগামীতেও জারী থাকিবে এবং ইহাই ঐ শেষ কথা, যাহার প্রতি আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহিতেছি। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে বিগত এক জুম্‌য়ায় আমি এই এলান করিয়াছিলাম যে, জামাতের 'ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ' (আল্লাহর পথে খরচ করা) এর সহিত ঐ সকল লোকের তাকওয়ার এক সরাসরি সম্পর্ক রহিয়াছে, যাহারা এই অর্থ-সম্পদ আমানতদাররূপে খরচ করিয়া থাকে। খোদার জন্য এবং একমাত্র খোদার উদ্দেশ্যে কোরবানীকারীরা এই যে অর্থ-সম্পদ তাঁহার হুজুরে পেশ করিয়া থাকে, যদি খরচকারীরা উহা আল্লাহর তাকওয়ার সহিত খরচ করে এবং তাহাদের জামাতের হক আদায় করে তাহা হইলে কয়েক প্রকারে জামাতে অগণিত ও ক্রমবর্দ্ধমান বরকত নাযেল হইবে। আল্লাহতায়ালার রহমতে আমি এই আশা রাখি যে, যাহারা তাকওয়ার সহিত জামাতের অর্থ-সম্পদ খরচ করে তাহাদের সহিত খোদা এইরূপ আচরণ করিবেন, যেন তাহারা অর্থ-সম্পদ নিজেদের পকেট হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে। তাহাদের গৃহও বরকতে পূর্ণ হইবে, তাহাদের ধন-সম্পদও বরকতপ্রাপ্ত হইবে, তাহাদের আত্মাও বরকত প্রাপ্ত হইবে এবং নেকীর ক্ষেত্রে তাহাদের সহিত এইরূপ আচরণ করা হইবে, যেন তাহারা নিজেরাই এই মালী কোরবানী করিয়াছিল এবং ইহার ফলশ্রুতিতে এই অর্থ-সম্পদ যেখানে খরচ করা হইবে, ঐ খরচের মধ্যে অগণিত বরকত হইবে। ইহার ফল খুবই সুদূরপ্রসারী প্রতীয়মান হইবে। খরচ করার সময় যদি অবিশ্বস্ততার সংমিশ্রণ ঘটে, তাহা হইলে খরচ বরকতশূন্য হইয়া যায় এবং এইরূপ ব্যক্তি বড়ই হতভাগ্য, যাহারা পবিত্র অর্থ-সম্পদকে বরকত হইতে বঞ্চিত করিয়া দেয়। কোরবানীকারী যখন খোদার জন্য নিজের হালাল উপার্জ্জন হইতে কিছু পেশ করে, তখন সে খোদার হুজুরে পবিত্র অর্থ পেশ করে এবং তাহার অর্থ এই দাবী রাখে যে উহা বিপুল পরিমাণে বরকতপ্রাপ্ত হইবে, যেমন কিনা উপরোক্ত আয়াতে ওয়াদা করা হইয়াছে। কিন্তু যদি কৃষক বিশ্বস্ততার সহিত কৃষিকাজ না করে, যদি সে বিনা পরিশ্রমে বীজকে জমিতে বপন করার পরিবর্ত্তে উহা জমির উপর ছিটাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসে, যদি তাহার নফ্‌সে অবিশ্বস্ততার কিছুটা সংমিশ্রণ থাকে, তাহা নিজের কাজের বেলায় হউক বা মালিকের কাজের বেলাতেই হউক, তাহা হইলে এই বীজের ক্ষেত্রে ঐ দৃষ্টান্ত প্রযোজ্য হইবে না, যাহা কোরআন করীম পেশ করিয়াছে। অতএব,

আমি ইহাই বলিতে চাহিতেছি যে খরচাকারী যদি বিশ্বস্ততার তাকিদ পূর্ণ করে এবং তাকওয়ার সহিত খরচ করে, তাহা হইলে ইহার ফলশ্রুতিতে আল্লাহতায়ালা খরচে অসধারণ বরকত দান করিবেন এবং যাহারা অকৃত্রিমভাবে এবং তাকওয়ার সহিত খোদার পথে কোরবানী করে, তাহাদের সহিত তো খোদার লেনদেন হইবেই হইবে। তাহাদের সম্বন্ধেতো কোন বুজুর্গের উক্তি হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাহাদের সন্তানেরা ও তাহাদের সাত পুরুষ তাহাদের কোরবানীর আশিস ভোগ করিয়া থাকে। কাজেই এই দৃষ্টান্তকে এই তিনটি দিক হইতে লক্ষ্য করিলে আপনারা দেখিতে পাইবেন যে বিষয়টি কত ব্যাপকতা লাভ করিতে থাকে, এবং ইহার মধ্যে যদি আরো বেশী দিক অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে আপনারা সাতটি শীষের দৃষ্টান্তও বুঝিতে পারিবেন, একটি শস্যবীজ কি ধরণের সাতটি শীষ নির্গত করে। খরচকারী, তাহাদের সন্তানেরা, তাহাদের স্ত্রীগণ, যাহারা কোরবানী পেশ করে তাহাদের সন্তানেরা, তাহাদের স্ত্রীগণ, তাহারা নিজেরা এবং অনুরূপভাবে যদি আপনারা দোয়াকারীদিগকে, যাহারা কিছু করিতে পারেনা, কিন্তু বড়ই আন্তরিকতার সহিত তাহাদের জন্য খোদার নিকট দোওয়া করে, তাহাদিগকে অন্তর্ভুক্ত করেন, তাহা হইলে ইহারা সকলেই এই সাতটি শীষের অন্তর্ভুক্ত হইবে। অতএব ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, সাতের সংখ্যাটিতো কেবলমাত্র একটি পরিপূর্ণতা-সূচক সংখ্যা। ইহার শাখা প্রশাখা বাহির হইতে থাকিবে। এমতাবস্থায় 'আল্লাহু ইউযায়েফু লেমানইয়াশায়ু' এর মর্মকথাও বোধগম্য হইতে থাকে। অতএব সাতের সংখ্যা এমন কোন সংখ্যা নয় যে, আপনি সাতের সংখ্যা পূর্ণ করিয়া মনে করিবেন যে খোদার ফজলের সংখ্যা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বরং ইহার মধ্যে এই শুভ সংবাদ রহিয়াছে যে, তোমরা সাত পর্যন্ত গণণা কর, তাহা হইলে তোমরা একটি শস্যবীজকে সাতটি শীষ নির্গত করিতে দেখিবে কিন্তু তোমরা যদি নিজেদের রাবে'র প্রতি সুধারণা রাখ এবং যদি তোমরা কোরবানীর তাকিদ পূর্ণ কর, তাহা হইলে একটি শস্যবীজ সাতটি শীষ নির্গত করিবে না, বরং ইহার চাইতেও অধিক শীষ নির্গত করিবে এবং ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। কিন্তু যখন খোদা সংখ্যা অনির্দ্ধারিত করিয়া দেন, তখন উহা অনির্দ্ধারিত থাকিয়া যায়। এমতাবস্থায় ইহাতে এই সংখ্যার সীমারেখা আমাদের পরিশ্রমের সীমারেখার সহিত সম্পৃক্ত হইয়া যায় এবং আমাদের একনিষ্ঠার সীমারেখার সহিত সম্পৃক্ত হইয়া যায় এবং তখন খোদার ফজলের কোন সীমারেখা থাকে না।

সুতরাং আল্লাহতায়ালা আহাদীয়া জামাতকে এইরূপ রাস্তায় অধিষ্ঠিত করিয়াছেন, যাহা খুবই ক্রমবর্দ্ধমান রাস্তা এবং আল্লাহতায়ালার ফজলে আহমদীয়া জামাত মালী কোরবানীর ঐ মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, যাহাকে শীর্ষস্থানীয় মানদন্ডরূপে অভিহিত করা যাইতে পারে। ইহা যাহাকে রাবওয়া'র (উচ্চ স্থানের) মালী কোরবাণীরূপে অভিহিত করা যাইতে পারে। ইহা হইল উচ্চ পাহাড়ী এলাকার মালী কোরবানীর সহিত সম্পর্কযুক্ত বিষয়বস্তু। আমাদের আজিকার চিন্তা হইল আগামী দিনের চিন্তা। আজিকার জন্য তো আমাদের কোন চিন্তা রহিল না। কিন্তু

আগামী দিনের চিন্তা আমি এই দিক হইতে করি যে, মাল খরচকারীরা যেন মোত্তাকী হয় এবং সদাসর্বদা যেন আল্লাহতায়ালা তাকওয়াপরায়নদের হাতে জামাতের কোরবানীর মাল ন্যস্ত করেন। আল্লাহতায়ালা ইহাদিগকে বরকত দান করুন এবং ইহাদিগকে সামর্থ্য দান করুন, যাহাতে ইহারা ঐ সকল স্থানে অধিষ্ঠিত হইতে পারে, যে সকল স্থান হইতে খরচ হওয়ার জন্য অর্থ সম্পদ অতিক্রম করিবে এবং খোদার ফেরেস্তাগণের মত খোদা যেন ইহাদের তত্ত্বাবধান করেন। যদি এইরূপ হয় এবং খোদা করুন যেন সদাসর্বদা এইরূপই হয়, তাহা হইলে আপনারা দেখিবেন যে আল্লাহ-তায়ালার অর্থ-সম্পদ এবং খোদার পথে খরচ করার বিষয়বস্তুটি এই দৃষ্টান্ত অনুসারে অশেষ ফল ও অশেষ বীজের বিষয়বস্তুতে পরিণত হইবে।

মালী কোরবানীর আরো একটি দিক বর্ণিত হওয়ার দাবী রাখে। যাহারা রীতিমত জামাতের রেজিষ্টারভুক্ত চাঁদাদাতা অর্থাৎ যাহাদিগকে নিয়মিত চাদাদানকারী হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও কয়েক প্রকারের চাঁদাদাতা রহিয়াছে এবং তাহাদের সকলে নিজেদের চূড়ান্ত উচ্চ মানে পৌঁছে নাই।

তাহাদের মধ্যে একটি বড় অংশ এইরূপ রহিয়াছে, যাহারা চাঁদা নির্দ্ধারিত হার অনুযায়ী যদিও দিয়া থাকেন কিন্তু আয় নির্ধারণ করার সময় তাহারা উদাসীনতা দেখাইয়া থাকে। অনেক আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এইরূপ রহিয়াছে, যাহাদের সহিত বাহ্যিক চোখের সম্পর্ক থাকেন না। উহাদের সহিত কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ তাকওয়ার চোখের সম্পর্ক থাকে। একজন মানুষ নিজের আয় নির্দ্ধারণ করার সময় কয়েক প্রকারের দাড়ি-পাল্লা ব্যবহার করিতে পারে এবং এই সকল প্রকারের দাড়িপাল্লা এইরূপ যে, কোন কোন সময় এই সকল দাড়ি-পাল্লার প্রত্যেকটি বাহ্যিক চক্ষু দ্বারা যাহারা দেখে তাহাদের নিকট বৈধ দাড়-পাল্লা বলিয়া মনে হইবে। তাহাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনয়ন করিতে পারিবে না যে তোমরা অমুক দাড়-পাল্লা দ্বারা তোমাদের মাল ওজন করিয়াছ কাজেই তোমরা মিথ্যা বলিয়াছ এবং প্রতারণা করিয়াছ। কিন্তু আভ্যন্তরীণ তাকওয়ার বিষয়বস্তুটি এইরূপ হৃদয়গ্রাহী একটি বিষয়বস্তু যে, যতই তাকওয়ার মানবৃদ্ধি পাইতে থাকে ততই খোদাতায়ালা নুতন দাড়ি-পাল্লাও মানুষকে দেখাইতে আরম্ভ করেন এবং মানুষ বুঝিতে পারে যে পূর্বে আমি খোদার পথে মাল দেওয়ার জন্য যে দাড়ি-পাল্লা নির্বাচন করিয়াছিলাম উহা মিথ্যা ছিল। অমুক দিক হইতে লক্ষ্য করিলে সে দেখিতে পায় যে আরো অনেক ফাঁক ছিল, যাহা সে পূর্ণ করে নাই। পুনরায় অন্য আরেক দিক হইতে লক্ষ্য করিলে সে দেখিতে পায় যে আরো অনেক ফাঁক ছিল, যাহা সে পূর্ণ করে নাই। অতএব, কোন কোন লোকতো নিজেদের ধন-সম্পদের দাড়ি-পাল্লা সংকীর্ণ করার প্রবণতা রাখে এবং চিন্তাই করিতে থাকে যে, কোন্ বাহানায় কম দেওয়া যায়, আবার কোন মিথ্যাও প্রমাণিত না হয়। কিন্তু কোন কোন লোক রহিয়াছে, যাহারা অধিক করিয়া দেওয়ার বাহানা খুঁজিতে থাকে এবং ইহারাই প্রকৃত মোত্তাকী। ইহাদের ধন-সম্পদে এবং ইহাদের সঙ্গে খোদার ফজলের আচরণে এইরূপ একটি মহিমা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা অন্যদের নসীব হয় না এবং 'আল্লাহু ইউযায়েফু লেমানইয়াশায়ু' এর মর্মকথা সম্পূর্ণরূপে ইহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এমন কিছু কোরবানীকারীও রহিয়াছে, যাহারা নির্দ্ধারিত হার অনুযায়ী এমনিতেই দিতে পারে না। তাহাদের কেহ কেহ বাহ্যিকভাবে শক্তি রাখে না এবং কেহ কেহ আভ্যন্তরীণ (মানসিক)-ভাবে শক্তি রাখে না। আয়ের তুলনায় কোন কোন লোকের এত বেশী ব্যয় হয়

যে, এই বেচারারা অপরাগ হইয়া পড়ে। এবং আয়ের তুলনায় আবার কোন কোন লোকের হৃদয় এত ছোট যে, এই বেচারারাও অপারগ হইয়া পড়ে। তাহারা জানে যে চাঁদা দেওয়া পুণ্যের কাজ। তাহারা জানে যে চাঁদা দেওয়া উত্তম কাজ। সেলসেলার প্রতি তাহাদের ভালবাসাও রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদের মুষ্টি খোলে না।. ইহা কিরূপে সম্ভব যে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তিকে আল্লাহতায়ালা এক কোটি টাকা দান করিতেছেন এবং ইহার মধ্য হইতে তিনি ছয় লক্ষ টাকা বাৎসরিক চাঁদা দিতে আরম্ভ করিবেন? কাজেই সে বেচারা হৃদয়ের দিক হইতে দরিদ্র হইয়া থাকে, যেমন কিনা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন :—

الغنا ء غنى النفس। তোমরা বড়লোকীকে ঐশ্বর্য্য দ্বারা নির্দ্ধারিত করিও না। বড়লোকীতো হৃদয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত বস্তু। হয়তবা হৃদয় বড়লোক হয়, নয়তবা হৃদয় দরিদ্র হয়। সুতরাং বাহ্যিক ঐশ্বর্য্যের দাড়ি-পাল্লা ঠিক নহে। বরং এই আভ্যন্তরীণ ঐশ্বর্য্যর দাড়ি-পাল্লায় খোদার দৃষ্টিতে কোন কোন ব্যক্তি বড়লোক সাব্যস্ত হয় এবং কোন ব্যক্তি দরিদ্র সাব্যস্ত হয়। কিন্তু ইহাদের ব্যাধিটিও দুরারোগ্য নহে। বার বার তাহাদিগকে স্মরণ করাইলে এবং বার বার তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিলে নিশ্চয়ই তাহাদের উপর ইহার শুভ প্রতিক্রিয়া হয়। আমি দেখিয়াছি যে যখনই আমি মালী কোরবানীর ব্যাপারে খোৎবা দান করি, তখনই আমি লোকদের নিকট হইতে বিপুল সংখ্যায় এইরূপ চিঠি পাই, যাহাতে তাহারা স্বীকার করে যে, "পূর্বে আমাদের চাঁদা দেওয়ার তওফিক হইত না এবং পূর্বে আমাদের চাঁদা দেওয়ার সাহস হইত না। কিন্তু খোৎবা শুনার পর আমাদের হৃদয়ে পরিবর্ত্তন সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা কয়েকদিন চিন্তা করিয়াছি এবং অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়াছি যে, যাহা কিছুই হউক না কেন, আমরা আল্লাহতায়ালার সঙ্গে আমাদের লেনদেন সঠিক করিয়া লইব"। এবং কোন কোন ব্যক্তি যখন তাহাদের গোপন কথা খুলিয়া বলে তখন অবাক হইয়া দেখিতে হয় যে, কত সামান্য কারণে এই হতভাগ্যরা নেকী হইতে বঞ্চিত হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। কেবলমাত্র ইহাই নহে। এই চিঠির পর তাহাদের নিকট হইতে পরবর্ত্তী যে সকল চিঠি আসিয়া থাকে, ঐগুলির রঙই অন্য রকম হইয়া যায়। তাহারা চিঠিতে লিখে যে, "আমরা খোদার সহিত আমাদের লেনদেন সঠিক করিয়া লইব —এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর আমাদের হৃদয়ে এইরূপ প্রশান্তি সৃষ্টি হইয়া যায় এবং আমাদের হৃদয় এইরূপ জ্যোতিপ্রাপ্ত হয় যে, (কোন কোন চিঠির লিখক বলে যে) আমরাতো জীবনের স্বাদ এখন পাইতে শুরু করিয়াছি। পূর্বে আমাদের জীবনে ছিল এক অস্বস্তি, অস্থিরতা ও বিস্বাদ। কিন্তু যখন হইতে আমরা নিজেদের হৃদয়কে পরিস্কার ও সরল করিয়া লইয়াছি, তখন হইতে আল্লাহতায়ালার ফজলে আমরা বড় স্বাদপূর্ণ জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছি।" অতএব, এই জাতীয় লোকদের হৃদয়ে এখনো অবকাশ বিদ্যমান রহিয়াছে। এতদ্‌ব্যতীত এইরূপ বহু সংখ্যক আহমদী রহিয়াছে, যাহারা তরবীয়তের অভাবে বা সেলসেলার নেযামে পরিশ্রমী কর্মীর স্বল্পতাহেতু আদৌ কোন চাঁদা দেয় না। নিশ্চয়ই এই ধরেনর লোক বিদ্যমান রহিয়াছে এবং বড় বড় শহরেও বিদ্যমান রহিয়াছে।

আমার স্মরণ আছে, একদা আমি আনসারুল্লাহর কাজে করাচী গিয়াছিলাম। খোদার ফজলে করাচী জামাততো বড়ই সুসংগঠিত এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এক জামাত। অর্থাৎ ইহা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কার্য্যনির্বাহী এক জামাত। তাহাদের পরি-সংখ্যানের মানও তাহাদের দিক হইতে খুব উচ্চ। আমি তাহাদের আনসারুল্লাহর সংখ্যার হিসাব দেখিয়া বলিলাম যে, ইহাতো হইতেই পারে না। আপনাদের জামাতে অনেক আনসার রহিয়াছে, যাহারা আপনাদের দৃষ্টির বাহিরে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাদিগকে আপনারা গণনাই করেন নাই। তাহারা বলিল, জী, ইহা কিরূপে সম্ভব? আমরা এখানে কাজ করি। আপনি কি জানেন? তাহারা আরো বলিল যে, করাচীতে এইরূপ একটি কোণাও নাই, যাহা জামাতী কর্মীদের দৃষ্টির বাহিরে রহিয়াছে এবং বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। সব আনসারদের সংখ্যা আমরা গণণা করিয়াছি। এখন বলুন, কিভাবে কোন আনসার বাকী থাকিতে পারে? আমি বলিলাম, আপনাদের কথাও ঠিক এবং আমার কথাও ঠিক। আপনারা চেষ্টা করিয়া এবং পরিশ্রম করিয়া দেখুন। তাহা হইলে আপনারা লোক (অর্থাৎ আনসারুল্লাহ) খুঁজিয়া পাইবেন। করাচির যে মহল্লায় আমি কথা বলিতে-ছিলাম, তাহাদের পূর্বের রিপোর্ট অনুযায়ী উক্ত মহল্লায় আনসারের সংখ্যা ছিল ৪২ জন। কিন্তু অনুসন্ধানের পর দেখা গেল আনসারুল্লাহর প্রকৃত সংখ্যা ৬২ জন। অর্থাৎ তাহাদের শতকরা ৫০ ভাগেরও কিছুটা অধিক মানুষ লুক্কায়িত ছিল। কিন্তু তাহারা বলিতেছিল যে, এখানে এমন একটি কোণাও নাই, যাহা দৃষ্টির বাহিরে রহিয়া গিয়াছে। অতঃপর পরবর্তীতে যে সকল রিপোর্ট আসিল, তাহা হইতে দেখা গেল যে কোন কোন জায়গায় আনসারুল্লাহর সংখ্যা শতকরা একশত ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোন কোন জায়গায় কমও হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ কোণা থাকিয়া যায়, যাহা কর্মীদের দৃষ্টির বাহিরে গোপন থাকে।

মালী কোরবানীর ময়দানে আমার বিশদ অভিজ্ঞতা এই যে, ইহার সহিত কর্মীদের নিয়ত গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এই ক্ষেত্রে মালী নেযামের সুসংগঠিত হওয়াও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বস্তুতঃ ব্যবস্থাপনার দিক হইতে, পরিশ্রমের দিক হইতে এবং যোগাযোগের দিক হইতে যদি এই নেযামকে অর্থাৎ মালী নেযামকে উন্নত করা যায় এবং আমাদের আজিকার বাজেট অনুযায়ী যত কোরবানীকারী রহিয়াছে, যদি তাহারা নিজেদের কোরবানীর মানকে সামান্য পরিমাণও বৃদ্ধি করে, তাহা হইলে জামাতের সমষ্টিগত বাজেট খোদার ফজলে বর্ত্তমান বাজেটের তুলনায় কয়েকগুণ বৃদ্ধি লাভ করিতে পারে। কেননা এখানে খোদাতায়ালা যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহার অর্থ ইহাই যে, আজিকার বীজ যদি তোমাদিগকে এত ফল দান করিয়া থাকে তাহা হইলে আগামী দিনের বীজ তোমাদের প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশী হইয়া যাইবে। কেননা এই ফলই তোমাদের জন্য আগামী দিনের বীজেও পরিণত হইবে। কাজেই তোমাদের কোরবানীর শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

অতএব প্রত্যেক বৎসর যখন জামাত খোদাতায়ালার ফজলে পূর্বের চাইতে অধিক চাঁদা দিয়া থাকে, তখন সব দিক হইতে ইহার শক্তিও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার দরুন শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয় না এবং ইহাও ইলাহী জামাতের একটি পার্থক্য নির্ণয়কারী মহিমা, যাহা অন্যদেরকে দান করা হয় না। যখন তাহারা কোন কাজে খরচ করে, তখন তাহাদের শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া যায়। এমনকি এই জাতীয় খরচ এবং ট্যাক্স (Tax) তাহাদের নিকট বোঝায় পরিণত হয় এবং ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়া যায়। ইলাহী জামাতের ক্ষেত্রে আমরা ইহার বিপরীত দৃশ্য দেখিতে পাই। খোদাতায়ালার পথে খরচ করার শক্তি তাহাদের যত বাড়িতে থাকে, ততই খোদাতায়ালা তাহাদের শক্তি ও প্রাচুর্য্যকে বাড়াইতে থাকেন এবং আগামীতে তাহাদের শক্তি পূর্বের চাইতে কয়েকগুণ বাড়িয়া যায়।

এতএব যেইদিক হইতেই দেখা যাকনা কেন, এখনো প্রচেষ্টার অবকাশ রহিয়াছে এবং বিশেষ করিয়া বিদেশের জামাতগুলিতেতো প্রচেষ্টার অনেক বেশী অবকাশ রহিয়াছে। যেহেতু পাকিস্তানের জামাতগুলি কোরবানীর যুগের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতেছে, অতএব তাহাদের উপর খোদাতায়ালার বিশেষ ফজল রহিয়াছে। বাহিরের জামাতের তুলনায় তাহাদের কোরবানীর মান অসাধারণভাবে উচ্চ। কিন্তু বাহিরে কিছু কিছু লোক অসাধারণ মানের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ লোক অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। আমি কেবলমাত্র ইংল্যাণ্ডকে সম্বোধন করিতেছি না। আমার সম্মুখে আফ্রিকার সকল জামাত রহিয়াছে, আমেরিকার সকল জামাত রহিয়াছে, ফিজি দ্বীপপুঞ্জের সকল জামাত রহিয়াছে এবং জাপান, চীন, ও সমগ্র বিশ্বে যেখানে যেখানে জামাত রহিয়াছে, তাহাদের সকলকে আমি সম্বোধন করিয়া বলিতেছি। কাজেই যদি আপনারা এই সকল জামাতকে অখণ্ডরূপে মনে করিয়া চিন্তা করেন, তাহা হইলে আপনাদের বিশ্বাস হইয়া যাইবে যে আমাদের একটি খুবই বড় অংশ এইরূপ রহিয়াছে, যাহারা এখনো মালী কোরবানীতে অংশ গ্রহণই করে নাই। নেযামে-জামাত যদি পরিশ্রম করে এবং তাহাদিগকে মালী কোরবানীতে শামিল করিয়া নেয় এবং যদি তাহারা শুরুতে অল্পই দেয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহাদের (খোদার রাস্তায়) খরচ করার শক্তি বাড়িয়া যাইবে। কেননা খোদার এই ওয়াদা রহিয়াছে যে, যাহা কিছু দিবে তাহা ভবিষ্যতে ফল না হইয়া বীজে পরিণত হইবে। কাজেই চাঁদাদাতা যদি অল্প চাঁদা দিয়াই শুরু করে, তথাপি আল্লাহর ফজলে সে ভবিষ্যতে অধিক চাঁদা দেওয়ার শক্তি লাভ করিয়া থাকে।

অতএব আল্লাহতায়ালার শোকর আদায় করতঃ আমি এই আশা করি যে, আহমদীয়া জামাতের কর্মীরা, তাহারা যে কোন দেশের সহিতই সম্পর্ক রাখুক না কেন, তাহারা এইরূপ লোকদিগকে বিশেষভাবে তালাশ করিবে, যাহারা খোদার ফজল হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। ইহারা অর্থহীন ও স্বাদবিহীন জীবন যাপন করিতেছে। ইহাদিগকে খোদাতো ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের ধন-সম্পদে বরকত নাই। ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য

আল্লাহতায়ালার ফজলের কোন জামানত নাই। কাজেই ইহাদের জন্য আপনারা পরিশ্রম করুন এবং ইহাদিগকে সেলসেলার সহিত এইরূপে সম্পৃক্ত করুন, যাহাতে ইহারাও মালী কোরবানী-কারীদের কাতারের এক অবিচ্ছেদ্দ অংশে পরিণত হয়। যাহারা এইরূপ করিবে, খোদা তাহাদিগকে নবাগত মালী কোরবানকারীদের কোরবানীতেও অংশীদার বানাইয়া দিবেন। অতএব যদি একজন সেক্রেটারী মাল একশত চাঁদাদাতা সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়া সাল্লামের এরশাদ অনুযায়ী সে যতজন পুণ্যবান সৃষ্টি করিতে থাকিবে তাহাদের পুণ্যের সওয়াব সেও পাইতে থাকিবে এবং পুণ্যবানদের সওয়াবকে খোদা হ্রাস করেন না। অর্থাৎ তাহাদের অংশ হইতে তাহাকে দেন না বরং খোদা উহারও অতিরিক্ত দিয়া থাকেন। সুতরাং মালী কোরবানী সৃষ্টিকারী লোকেরাও এক সীমাহীন উন্নতির ময়দান নিজেদের সম্মুখে উন্মুক্ত দেখিতে পায়। আল্লাহতায়ালা তওফিক দান করুন। অতএব খোদার প্রকৃত শোকরগুজার বান্দা হইয়া শোকরের দাবী পুরণ করার চেষ্টা করিয়া আমরা খোদ-তায়ালার অশেষ ফজলের উত্তরাধিকারী হইতে থাকিব। আমীন।

সানী খোৎবার পর হুজুর আকদাস (আইঃ) বলেন ঃ--

কাদিয়ান হইতে নাযেরে আলা সাহেব দরখাস্ত প্রেরণ করিয়াছেন যে, সেখানকার একজন একনিষ্ঠ মোখলেস দরবেশ মির্য্যা মাহমুদ আহমদ সাহেব দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর ওফাত-প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহারা কাদিয়ান যাইতেন তাহারা খুবই স্মরণ করিতে পারিবেন যে, যেই ব্যক্তি সব চাইতে অধিক আবেগের সহিত লোকদিগকে অভ্যর্থনা জানাইতেন এবং না'রা দিতেন, তিনিই ছিলেন মির্য্যা মাহমুদ সাহেব। তাঁহার সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে নামাজ জানাযা গায়েব পরানোর জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন এবং দোওয়ার দরখাস্ত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কোন কোন মুসী ও গয়ের মুসীও ওফাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহাদের সন্তানেরা তাহাদের জানাযা গায়েব পড়ানোর জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে একজন হইলেন শিয়ালকোট জেলার চৌধুরী এনায়েতুল্লাহ সাহেবের পুত্র চৌধুরী রহমতুল্লাহ সাহেব! তাহাদের মধ্যে অন্য একজন হইলেন মরহুম নূরুদ্দীন সাহেবের স্ত্রী মোকাররমা মেহরান বিবি। মরহুমা মুসীয়া ছিলেন এবং গুজরার অধিবাসী ছিলেন। পশ্চিম জার্মানী হইতে জনৈক সৈয়দ হামিদ মকবুল সাহেব জানাইতেছেন যে তাহার মাতা (সৈয়দ মকবুল আহমদ সাহেবের স্ত্রী) ওফাত-প্রাপ্ত হইয়াছেন। জামেয়া আহমদীয়ার প্রফেসার মোকাররম মোহাম্মদ দীন নাজ সাহেব লিখিতেছেন যে, তাহার পিতা সেলসেলার একজন বিশেষ নিবেদিত-প্রাণ প্রেমিক ছিলেন। তিনিও ওফাত-প্রাপ্ত হইয়াছেন। ফয়সালাবাদ জেলার চৌধুরী রহমত উল্লাহ সাহেবের স্ত্রী জয়নব বিবি সাহেবা ওফাত-প্রাপ্ত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আমাদের ওয়াকফে জদীদের

মোয়াল্লেম মোহাম্মদ হোসাইন সাহেবের মাতাও বেশ বৃদ্ধ বয়েসে ওফাত-প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমার ধারণা তাঁহার বয়স ৮০ বৎসরের কিছু উর্দ্ধে হইবে। তিনি আমার নিকট ওয়াকফে জদীদে চিকিৎসার জন্যও আসিতেন। তিনি বড়ই নিষ্ঠাবতী মহিলা ছিলেন। কিন্তু তাহার একনিষ্ঠার যে বিশেষ দিকটি আমার নিকট খুবই ভাল লাগিয়াছিল, যাহার দরুন আমি তাহার জন্য বিশেষভাবে দোওয়া করার জন্য তাহরিক করিতেছি, উহা হইল এই যে, তিনি একদা আজাদ কাশ্‌মিরে খুবই পীড়িত হইয়া পড়েন এবং বাহ্যতঃ তাহার বাঁচার কোন আশা ছিল না। তাহার শেষ বয়স ছিল। তখন তাহার পুত্র তাহাকে বলিল যে, ওয়াকফে জদীদ হইতে ছুটি নেওয়ার জন্য আপনি আমাকে অনুমতি দিন। কেননা মাতার হক আদায় করা ফরজ। তাহারা (অর্থাৎ ওয়াকফে জদীদ কর্তৃপক্ষ) খুশী হইয়া আমাকে বিদায় করিয়া দিবে। তখন তাঁহার মাতা অসুস্থ অবস্থায় উঠিয়া বসিয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন, হে আমার স্নেহের পুত্র! যদি তুমি দুনিয়ার চাকর হইতে এবং যাহা মর্জি উপার্জ্জন করিতে, তাহা হইলে তোমাকে আমি কখনো আমার নিকট হইতে পৃথক থাকিতে দিতাম না। কিন্তু তুমি খোদার চাকর এবং আমি এক মুহূর্তের জন্যও ইহা পছন্দ করিব না যে খোদার চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া তুমি আমার চাকুরী শুরু করিয়া দিবে। অতঃপর খোদা তাঁহাকে আরোগ্যও দান করিয়াছেন। এবং তিনি রাবওয়াও আসিয়াছিলেন। তাহার পুত্রের পক্ষে এই কোরবানী করার মূলেতো তাঁহারই নিষ্ঠা নিহিত ছিল। ইহার দরুন তাঁহার পুত্রও সাহস লাভ করিয়াছিল। তাঁহার পুত্র ছুটির জন্য আর দরখাস্ত করে নাই। খোদা তাঁহার নিষ্ঠা কবুল করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে দীর্ঘায়ু দান করিয়াছিলেন। অতএব উপরোক্ত সকলের নামাজ জানাযা গায়েব, ইনশাল্লাহ, জুময়ার অব্যবহিত পরেই পড়ানো হইবে।

(কাদিয়ান হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'বদর' ১৪ই আগষ্ট ১৯৮৬ইং)

অনুবাদক :—**নাজির আহমদ ভূঁইয়া**

"সেই ব্যক্তিও বড়ই নির্বোধ, যে এক দুরন্ত, পাপী, দুরাত্মা এবং দুরাশয় ব্যক্তির পীড়নে চিন্তিত; কারণ সে (দুরাশয় ব্যক্তি) নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদাবধি খোদা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদাবধি এরূপ ব্যাপার কখনও ঘটে নাই যে, আল্লাহ সাধু ব্যক্তিকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করিয়াছেন এবং তাহাদের অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দিয়াছেন; বরং তিনি তাহাদিগের সাহায্যকল্পে চিরকালই মহা নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এখনও করিবেন।" ['আমাদের শিক্ষা' ৯৭ পৃঃ] —হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

জুময়ার খোৎবা

(সার সংক্ষেপ)

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[১৭ই অক্টোবর '৮৬ ইং, লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফজলে প্রদত্ত]

নেক আমলের পাল্লা যাদের ভারী এরূপ ধর্মীয় জাতি বা দলই বিজয়ী হয়ে থাকে।

ভবিষ্যৎ বংশধরদের তরবিয়তের উদ্দেশ্যে বিশেষ জেহাদের ডাক।

'এলসিলভাডোর'-এর এতিম শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাহরীক।

শক্তিশালী অস্ত্রের অধিকারীরাই বিজয়ী হয় ঃ

তাশাহুদ, তায়াউয, ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন ঃ দুনিয়াতে দু'টি দলের মধ্যে যখনই পরস্পর যুদ্ধ বা দ্বন্দ্ব সংঘটিত হয়—তা পার্থিব ধরণেই হোক অথবা ধর্মীয় পর্যায়ের, তখন তাদের মধ্যে কোন্ দলটি বিজয়ী হবে তা যে যুদ্ধাবসানের পরেই জানা যাবে তা জরুরী নয়, বরং সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিরা পূর্বাভাস বা পূর্বলক্ষণাবলীর দ্বারাই অনুধাবন করতে পারেন যে, কোন্ দলটি অনিবার্যভাবে বিজয়ী হবে।

হুজুর বলেন, দুনিয়াতে যুদ্ধের ফলাফল নির্ণয়ের জন্য যে সকল উপায় ও পন্থা প্রচলিত আছে সেগুলির মধ্যে একটির দিকে কুরআন করীমও নীতিগতভাবে অঙ্গুলী নির্দেশ করেছে এবং এমন এক বোনিয়াদী তত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেছে, যার আলোকে যুদ্ধাবসানের বহু পূর্বেই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে কোন্ দলটি বিজয়মণ্ডিত হবে। সুতরাং কুরআন করীম বলে ঃ -

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۝ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۝ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ

فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ۝ نَارٌ حَامِيَةٌ ۝ (القارعة، ١٠١ : ٨—١٢)

(অর্থাৎ—"যার ওজনসমূহ ভারী হবে সে-ই সন্তোষজনক জীবনে অবস্থিত হবে এবং যার ওজনসমূহ হবে হাল্কা, তার অবস্থিতি ঘটবে 'হাবিয়াতে'। উহা যে কি, তা তোমায় কে জানাবে ? উহা যে প্রজ্জলিত আগুন।"—অনুবাদক)।

'সাকুলাত মাওয়াযীনুহু"-এর একটি সুবিদিত তরজমা হলো—"যার আমল ও কর্মপ্রচেষ্টার

ওজন ভারী হবে ; এবং এর আর একটি অর্থ হলো, 'যার সাজ-সরঞ্জামের পাল্লা ভারী হবে এবং যার কাছে অধিক শক্তিশালী ও মজবুত সরঞ্জামাদি থাকবে।

হুজুর বলেন, উল্লিখিত দিক দু'টি কোনও মোকাবিলা ও সংঘর্ষের চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অতি গুরুত্ববহ। প্রকৃতপক্ষে এর তরজমা যদি আমল ও কর্মপ্রচেষ্টাও করা হয় তবুও এর অর্থ দাঁড়াতে পারে এই যে ঐ সফল জাতি যারা সারগর্ভ ও ভরপুর কর্ম-প্রয়াস চালায় এবং নিরবচ্ছিন্ন ধারায় পরিশ্রম ও সাধনা করে, যারা নিজেদের সময়ের অপচয় করে না, যাদের পাল্লায় অত্যন্ত লাভজনক, স্বার্থক ও স্থিতিশীল কর্মধারা বিদ্যমান থাকে তাদের যখনই এমন কোন জাতির সহিত যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যারা কিনা অলস এবং উদাসীন, যারা ভাল ও সুষ্ঠু কাজ করার যোগ্যতা রাখে না, যাদের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের অভ্যাস নাই, তখন পরিশ্রমে অভ্যস্ত জাতি, যারা নিজেদের জন্য অনেক কিছু গড়ে নিয়েছে তারাই অনিবার্য্যভাবে বিজয়ী হবে। দ্বিতীয় অর্থটি অনুযায়ী ঐ সকল জাতি বুঝায়, যাদের অস্ত্র-সস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জামাদি অধিক ভারী এবং শক্তিশালী।

হুজুর বলেন, এখানে 'সাকুলাত মওয়াযীনুহু' এবং 'খাফ্‌ফাৎ মওয়াযীনুহু'-এর দ্বারা কখনও বাহ্যিকওস্থুল ওজন বুঝায় না বরং প্রকৃত ও মানগত ওজন বুঝায় অর্থাৎ বিশেষ শক্তি-সম্পন্ন হাতিয়ার যার কাছে অধিক পরিমাণে থাকবে সে বিজয় লাভ করবে এবং শুধু জোশ ও উচ্ছাস কোন কাজে আসবে না।

হুজুর বলেন, উক্ত আয়াতের দ্বারা ভবিষ্যৎকালের যুদ্ধ-বিগ্রহের রূপ-রেখা ও চিত্রও হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর তফসীরের আলোকে স্পষ্ট হয়ে পড়ে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে দুনিয়াতে যখনই ভয়াবহ বিভীষিকাময় যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হবে তখন যে পক্ষটি ভারী ওজনের অর্থাৎ শক্তিশালী উন্নতমানের অস্ত্র-সম্ভারের অধিকারী হবে তারাই প্রবল ও বিজয়ী হবে।

হুজুর বলেন, উল্লেখিত উভয় তরজমাই পরস্পর গভীর সম্পর্ক রাখে! যে সকল জাতি পরিশ্রমী, যাদের কর্ম-প্রসাসের পাল্লা ভারী—তা দুনিয়ার ক্ষেত্রেই হোক, অথবা দ্বীনের ক্ষেত্রে, এর ফলশ্রুতিতে উক্ত উভয় বিষয়ই তাদের হাসিল হয়ে যায়। তাদের আমল বা কর্ম-প্রয়াস তাদের জীবন গড়ে দেয় ও তাদের মধ্যে স্থিতি এনে দেয় এবং তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা ও অস্ত্রবল দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে। কেননা অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রতিরোধ মূলক ক্ষমতা ও যোগ্যতার মধ্যে পরস্পর এমন একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ও যোগসূত্র রয়েছে যে, তা জগতে কখনও উপেক্ষিত হতে পারে না। যে কেউ তা উপেক্ষা করে সে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কোন জাতি যত বেশী অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করে, তত বেশী তাদেরকে অনিবার্যভাবে নিজেদের প্রতিরোধ ক্ষমতা ব্যবস্থাকেও সুদৃঢ় করতে হয়।

ধর্মীয় জামাতগুলির ক্ষেত্রেও কেবল সে জামাতই বিজয়ী হয়, যাদের নেক আমলের পাল্লা ভারী ঃ

হুজুর বলেন, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও এ মূল নীতিটি সদা সমভাবে কার্যকর দেখা যায় এবং ধর্মীয় জামাত বা ধর্মীয় জাতিবর্গের ক্ষেত্রেও উক্ত বিষয়টিই পরিশেষে চূড়ান্ত ফয়সালাকারী

হিসাবে প্রতীয়মান হয়। যে সকল মোকাবিলা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সংঘটিত হচ্ছে সেগুলিতেও উভয় প্রতিপক্ষকে দুইভাবে যাচাই করা যায়। কার কাছে রয়েছে বিপুল পরিমাণ নেক আমল ? কে নেকী ও পুণ্যকর্মে-প্রয়াসী ? কারা সদা সর্বদা নিজেদের শোধন ও শোভনে যত্নবান ? পক্ষান্তরে এমন কারা যাদের পাল্লা নেক আমল ও সুকর্ম শুন্য, যাদের আঁচলে কিছুই নাই ? বরং রয়েছে প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় নিঃরস ও অধঃপতিত কর্মধারা, যার মধ্যে স্থিতিশীলতার শক্তি নাই, যে সকল কর্ম জাতিসমূহকে হাল্কা ও অন্তঃসারশুন্য করে দেয়, যাদের মধ্যে জীবিত (জাতি হিসেবে) থাকার ক্ষমতার অবসান ঘটিয়ে দেয়। এ সকল লোক অনিবার্যভাবে পরাজিত হবে। পক্ষান্তরে যারা নেক আমলের অধিকারী, যে সকল নেক আমলের জন্য আল্লাহ-তায়ালা 'বাকিয়াত' অর্থাৎ গতিশীল হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন এবং যারা মোকাবেলার ক্ষেত্রে উৎকৃষ্টমানের নেক আমলের শক্তিশালী অস্ত্রসম্ভারের অধিকারী, সে সকল লোক অনিবার্যভাবে বিজয়ী হবে। এবং যাদের অস্ত্রসম্ভার হাল্কা ধরণের, তাদের তকদীরে পরাজয়ের গ্লানি অনিবার্য। প্রকৃতির এ নিয়মটিকে কেউ খণ্ডাতে পারে না।

হুজুর বলেন, বর্তমানে জামাতে আহমদীয়ার সহিত তাদের দুশমনদের যে তীব্র মোকাবেলা চলছে—বড়ই প্রবল ও জোরদারভাবে--এ মোকাবেলাতেও বিজয় ও পরাজয়ের ফয়সালা করবে কুরআন করীমের উক্ত আয়াতটি-ই এবং বস্তুতঃপক্ষে সে ফয়সালা হয়ে গেছে। তা খোলাখুলিভাবে পরিদৃষ্ট হতে আরম্ভ করেছে এবং বিন্দুমাত্রও কোন সন্দেহ-সংশয়ের আর অবকাশ নাই।

ইংল্যাণ্ডস্থ হোডার্সফিল্ডে আহমদীয়াতের বিরোধীদের চরম অসদাচরনের নগ্ন প্রকাশ ঃ

হুজুর বলেন, এখানে ইংল্যাণ্ডের একটি অঞ্চলে (হোডার্সফিল্ডে) জামাতের উপর অশ্রাব্য গালিগালাজ, অশ্লীল কটুক্তি এবং চরম অসাদাচরণের লগ্ন প্রকাশের হামলা চালানো হয় এবং এ হামলা ছিল হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুসারী হিসাবে তাঁর দিকে নিজেরা আরোপিত হয়ে ভদ্রতা ও শালীনতার সকল দাবী ও মূল্যবোধকে পরিত্যাগ করার হামলা।

হুজুর বলেন, তারা ঐ সব অস্ত্রই ব্যবহার করেছে যেগুলি কিনা সকলের জানা-শুনা এবং ঐতিহাসিক পরিচয় সম্বলিত সুবিদিত অস্ত্র। কুরআন করীম হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত যে ইতিহাস আমাদের সামনে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তুলে ধরেছে তা থেকে জানা যায় যে, এসবই ছিল ঐ সকল অস্ত্র, যেগুলি আবহমান কাল ধরে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শেষ নবুয়ত-যুগ পর্যন্ত দুশমনেরা ব্যবহার করে এসেছে এবং কখনও সেগুলিতে কোনই পরিবর্তন বা ব্যাতিক্রম ঘটে নাই। হুজুর বলেন, অতএব এ সকল হাতিয়ার এমন ধরণের, যেগুলির সম্বন্ধে কোরআন শরীফের দেওয়া ফতোয়া বা ফয়সালা

হলো এই যে, من خفت موازينه — এগুলি হলো হাল্কা ও তুচ্ছ হাতিয়ার, যা এ সব ব্যবহারকারীদেরকে হাল্কা তুচ্ছ করে দেয়। হুজুর বলেন, এখানে 'হাল্কা' বলতে ঐ সব হাতিয়ার বুঝায় যেগুলিকে জমিন গ্রহণ করে না, যেগুলি কিনা "সাজারা খাবিসা" অর্থাৎ অপবিত্র (শিকড়বিহীন অন্তঃসার শূন্য) বৃক্ষের ন্যায় মৌলোৎপাটিত হয় এবং যেগুলিকে বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং যেগুলির কিনা টিকে থাকার মত কোন অবস্থিতি নেই।

হুজুর বলেন, এসব হাতিয়ার দিয়ে কি কেহ ইসলামের কোন খেদমত সাধন করতে পারে?! বিস্ময়ে হতবাক হতে হয় তাদের জ্ঞান বুদ্ধি দেখে!! এ তো এতই সুস্পষ্ট ব্যাপার যে, কোন চোখের রোগীই হোক না কেন, যদি আলো তার চোখে পেঁৗছে যায় তাহলে তারও দেখে নেওয়া উচিত যে এই হাতিয়ার ইসলামের খেদমতের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। মিথ্যা বলা, মিথ্যা অপবাদ রচনা, অশ্লীল উক্তি ও অশ্রাব্য গালাগালি করা এসব তো এমন পন্থা বা আচরণ নয় যেগুলির কোনও অস্তিত্ব নবীগণ অথবা তাঁদের শিক্ষা ও তরবিয়ত প্রাপ্ত উম্মতী ও অনুসারীদের ক্ষেত্রে সাব্যস্ত ও স্বীকৃত হতে পারে। সকল ধর্মের ইতিহাসে দৃষ্টিপাত করুন, তাদের মধ্যে এমন কোন একটি পন্থা বা আচরণও আপনারা দেখাতে পারবেন না যে নবীগণ অথবা সাহাবাগণ বা সাহাবাদের তরবিয়তপ্রাপ্ত লোকেরা এ সকল হাতিয়ার অবলম্বনে দ্বীনের খেদমত পালন করেছেন। তাঁদের হাতিয়ার তো সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তাঁরা তাকওয়ার হাতিয়ারে সজ্জিত হয়ে মোকাবেলা করেছেন এবং দোয়ার হাতিয়ারের দ্বারা মোকাবেলা করেছেন।

কুরআন করীম বিরুদ্ধবাদীদের পরাজয় এবং আহমদীয়াতের বিজয় ঘোষণা করছে ঃ

হুজুর বলেন, এ সব হলো তাদের অস্ত্র, আর দাবী হলো এই যে, তারা জিতবে। এরা যদি জিতে, তাহলে নাউযুবিল্লাহ কুরআন করীম হেরে যাবে। কিন্তু কুরআন করীমকে দুনিয়ার কোন শক্তি হারাতে পারে না। সমগ্র বিশ্ব-জগতের শক্তিসমূহও যদি একত্রে মিলিত হয়, তবুও কুরআন করীমের একটি আয়াতকে তারা না বদলাতে পারে, না হারাতে পারে। অতএব, বিজয় ও পরাজয়ের ফয়সালা তো এ আয়াতটিই করবে ঃ—

من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية -

অর্থাৎ, পবিত্র জীবন, খোদাতায়ালার সন্তুষ্টিপূর্ণ জীবন সে-ই লাভ করতে পারবে যার অস্ত্রগুলিতে ওজন থাকবে ومن خفت موازينه فامه هاوية

অর্থাৎ যাদের অস্ত্র হাল্কা ও ওজনহীন হবে তাদের তকদীরে লাঞ্ছনার অতল গহ্বরে পতিত হওয়া ছাড়া আর কিছু নাই। সে গহ্বরে আক্ষেপ ও হতাশা ব্যতীতত আর কিছুই নাই। তাদের এই তকদীর কুরআন করীম লিখে দিয়েছে। এবং এই তকদীরকে কেউ খণ্ডাতে পারে না। পক্ষান্তরে, জামাতে আহমদীয়া দৈনন্দিন পূর্বাপেক্ষা খোলাখুলিভাবে এ

লড়াইয়ের পরিণামকে দেখতে পাচ্ছে। তারা দোওয়া করে, খোদাতায়ালার মদদ প্রার্থনা করে, কিন্তু এ ভয় করে না যে, 'আমরা বুঝিবা হেরে যাই'; বরং তাদের অন্তর যেন স্নিগ্ধ-শীতল হয় এবং তারা যেন দেখতে পায় যে, সত্যের বিরুদ্ধাচারীরা কখনও সফলকাম হয় না—এই শুভ পরিণামটি তাদের জীবদ্দশায় দেখার আকাঙ্খা নিয়ে তারা কাঁদে। কিন্তু যতদূর কিনা জামাত আহমদীয়ার সুনিশ্চিৎ ও চূড়ান্ত বিজয়ের সম্পর্ক সে ক্ষত্রে কোন আহমদীর চিন্তা-ভাবনার কোন সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়েও এ ধারণার উদয় হয় না যে, জামাত আহমদীয়া কোন অবস্থাতেও পরাজিত হতে পারে। কেননা কুরআন করীম এর পৃষ্ঠপোষকতায় দণ্ডায়মান রয়েছে।

প্রতিটি বদ ও অশুভ হাতিয়ারের মোকাবিলায় শুভ ও উৎকৃষ্ট হাতিয়ার অবলম্বন করার হেদায়েত ঃ

এতদ্ব্যতীত, হুজুর (আইঃ) আর একটি বিষয়ের দিকে জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন ঃ মোকাবিলার উদ্দেশ্যে কুরআন করীম এ হেদায়েতটি দান করেছে ঃ—

جادلهم بالتی هی احسن

অর্থাৎ প্রতিটি বদ ও অশুভ হাতিয়ারের মোকাবেলায় শুভ ও উৎকৃষ্ট হাতিয়ারকে গ্রহণ কর। মিথ্যার মোকাবেলায় সত্যকে অবলম্বন কর এবং সত্যের পথে এগিয়ে যাও। গালা-গালি ও অশ্লীল উক্তির মোকাবেলায় নিজেদের জিহ্বাকে অধিকতর সংযত ও শালীন কর। নিজেদের গৃহে পবিত্রতাকে প্রবর্তিত ও বিস্তৃত কর। যদি তারা কুরআন শরীফকে তোমাদের নিকট থেকে কেড়ে নেতে চায়, তাহলে তোমরা কুরআন শরীফকে আরও জড়িয়ে ধর। শেরকের মোকাবেলা তওহীদের দ্বারা কর। কলেমা তৈয়্যাবে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা ও মনোনিবেশ কর এবং উহার অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তুকে নিজেদের আত্মায় ও বাস্তব জীবনে জারী কর এবং নিজে-দের আঁচলকে শেরকের পঙ্কিলতা থেকে বিমুক্ত ও পাক-পবিত্র কর। হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহহে ওয়া সাল্লামকে তারা আপনাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে সচেষ্ট। আপনারা তাঁর (সাঃ) সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শকে অধিকতরভাবে জড়িয়ে ধরুন। এমনকি উহা যেন আপনাদের 'সেকেণ্ড নেচারে' পরিণত হয়।

ভবিষ্যৎ বংশধরদের তরবিয়তের লক্ষ্যে বিশেষ জেহাদের আহ্বান ঃ

এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির দিকে অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, নিজেদের গৃহে ইবাদতের পরিবেশ জারী করুন। নিজেদের আমল ও কাজ-কর্মে নেক পরিবর্তন আনয়ন করুন। নিজেদের বংশধরদেরকেও রক্ষা করুন এবং উত্তম আখলাক ও চরিত্রে তাদেরকে গড়ে তুলুন এবং ইহাকে একটি বিশেষ জেহাদে পরিণত করুন। এ সেই ময়দান যেখানে আমাদেরকে জয়ী হতে হবে। সত্যের মূল্যবোধ সমূহের বিজয়, 'তায়ায়াল্লুক-বিল্লাহ' (অর্থাৎ আল্লাহর সহিত গভীর ও অটুট যোগ-সম্পর্ক)-এর বিজয়কে লাভ করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। হুজুর বলেন, এ সেই বিজয়, যা কিনা প্রকৃত ও

যথার্থ বিজয়। যদি এর পশ্চাতে সংখ্যাগত প্রাধান্যের বিজয় দাসানুরূপ আসে, তাহলে তা নিশ্চয়ই সানন্দে গ্রহণযোগ্য এবং সপ্রশংস দর্শনীয়। কিন্তু উক্ত প্রেক্ষাপট ব্যতিরেকে সংখ্যাগত প্রাধান্য লাভের বিজয় যদি আসে, তাহলে তার কোনই মূল্য নেই। কাজেই সংখ্যাগত প্রাধান্য লাভের বিজয় আসার দিনও বেশী দূরে নয়, কিন্তু তা সেইভাবে আসবে এবং তা এভাবেই আনা উচিত যে আপনাদের মধ্যে যেন অপূর্ব সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটে, ইসলাম যেন আপনাদের মধ্যে সুগভীর ভাবে প্রোথিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, আপনাদের চেহারা খোদাতায়ালাও যাদেরকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখেছেন তাদের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এক ও অভিন্ন রূপ দেখাতে আরম্ভ করে, তবে আপনাদের মধ্যে যে প্রবল আকর্ষণের সৃষ্টি হবে সেটিই তো সংখ্যাগত প্রাধান্য লাভের প্রকৃত ও যথার্থ কারণ হয়ে থাকে। অতএব, এ সেই প্রাধান্য ও বিজয়, যা মর্যাদার যোগ্য। কাজেই বহিঃজগতের জামাত সমূহ, বিশেষতঃ যেগুলি পাশ্চাত্যে অবস্থিত তারা সেদিকে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করুন। নিজেদের মধ্যে এবং নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করুন। প্রতিটি গৃহ থেকে পবিত্র কুরআন তেলা-ওয়াতের আওয়াজ উঠা উচিত।

'এলসেলভাদর'-এর এতিম শিশুদের প্রতিপালনের দায়িত্বভার গ্রহণের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাহরীক ঃ

হুজুর (আইঃ) একটি নতুন তাহরীক ঘোষণা করেন এবং সে প্রসঙ্গে বলেন যে, এলসেলভাদরে ধ্বংসলীলা ঘটেছে, যার ফলে বহু সংখ্যক শিশু এতিম হয়ে পড়েছে। জামাত আহমদীয়া তাদের ভরন-পোষণ ও অবিভাবকত্বের দায়িত্বভার গ্রহণ করুক এবং এতিমদের হেফাজত করুক। হুজুর ইহাও জানান যে, একজন আহমদী ভ্রাতা চল্লিশ লক্ষ রুপী দান করেছেন যাতে সে অর্থের দ্বারা একটি এতিমখানা খোলা যায়।

জানাযা গায়েব ঃ

খোৎবা সানীয়া পাঠ কালে হুজুর (আইঃ) দু'টি জানাযা গায়েব সম্বন্ধে ঘোষণা করেন এবং বলেন যে, একটি জানাযা পড়াবার আমি স্বয়ং আগ্রহ রাখি। তিনি হলেন বাবু কাশেম দ্বীন সাহেব, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সাহাবী ও শিয়ালকোট জামাতের আমীর ছিলেন। অত্যন্ত বিনয়ী, নম্র স্বভাব-বিশিষ্ট এবং বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। দ্বিতীয়টি হলো মোকাররমা রহমত খাতুন সাহেবার, যিনি আমেরিকায় নিযুক্ত একজন মোখলেস মোবাল্লেগ মোকাররম আবদুর রশিদ ইয়াহিয়া সাহেবের মা ছিলেন।

সংশোধনী ঃ

হুজুর বলেন, বিগত জুমুয়ায় একটি এলান করা হয়েছিল, সেটির সংশোধন অত্যন্ত জরুরী। সে ঘোষণাটি ছিল যে, এক জন যুবক (আনোয়ার কুরেইশী) এখানে (লণ্ডনস্থ) জেলখানায় নিহত হয়েছেন। দুঃখের বিষয় যে এ সংবাদটি ভ্রান্ত ছিল। সে নিহত হয় নাই। এ যাবৎ প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী সেটি আত্মহত্যার কেইস ছিল। যে ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছে সে ইচ্ছাকৃতভাবে ভ্রান্ত সংবাদ দিয়েছে। এর দায়িত্ব খলিফায়ে-ওয়াক্তের উপর বর্তায় না। (লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'আল-নসর' ১৪ই নভেম্বর '৮৬ ইং)

(২)

[৭ই ডিসেম্বর '৮৬ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফজলে প্রদত্ত]

আমাদেরকে আল্লাহতায়ালার তওহীদ আসমান থেকে জমিনের বুকে নিয়ে আসতে হবে।

আমাদেরকে এমন একটি জামাত সৃষ্টি করতে হবে—যে জামাত বিশ্বজনীন ইসলামী 'ওহ্‌দাত" (একত্ববাদ ও একাত্মতা)-এর দৃশ্য তুলে ধরে।

জার্মানী, বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড সফর লব্ধ ধারনা ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা ঃ

তাশাহুদ, তায়াওউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) জার্মানী, বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডে তাঁর সাম্প্রতিক সফরের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ এই সফর আল্লাহতায়ালার ফজলে বহু দিক্ থেকে সার্থক সাব্যস্ত হয়েছে। অনেকগুলি বিষয় নিকট থেকে দেখার এবং পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করার সুযোগ ঘটেছে। বহু বিষয় আনন্দ-দায়ক ছিল এবং কতকগুলি মনোযোগ সাপেক্ষ। এ সব বিষয় এমন ধরনের যে, সেগুলি দূরে বসে প্রত্যক্ষ করার নয়। কিন্তু নিকটে গেলে, যোগাযোগ হলে এবং বন্ধু-বান্ধবদের সহিত সাক্ষাতের ফলশ্রুতিতে (সমাধানের) নতুন নতুন পথ উন্মুক্ত হয়ে আসে। এই হিসাবে এই সফর খোদাতায়ালার ফজলে যথেষ্ট সার্থক বলে সাব্যস্ত হয়েছে।

হুজুর বলেন, জার্মানীর ক্ষেত্রে আমার ধারনা এই যে, আল্লাহতায়ালার ফজলে সেখানে উন্নতির অসাধারণ সম্ভাবনাসমূহ উদ্ঘাটিত হয়েছে। কেননা যতদূর জামাতের সম্পর্ক—উহার এক বৃহদাংশ হলো যুবকরা এবং তাদের মধ্যে অসাধারণ উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং কোরবানীর যোগ্যতা ও স্পৃহা বিদ্যমান রয়েছে। এবং তাদেরকে যদি সুষ্ঠুভাবে সামলানো (এবং নিয়ন্ত্রন করা) হয় তাহলে জার্মানীর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এরা এক বড়ই মহান ভূমিকা পালন করতে পারে।

হুজুর বলেন, তেমনিভাবে জার্মান যুবকরাও এবং জার্মান মহিলারাও আল্লাহতায়ালার ফজলে অতি উচ্চমানের আহমদী। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তো তাদের মান (Standard) এত উঁচু যে, তাদেরকে দেখে, তাদের তুলনায় কোন কোন পাকিস্তানী আহমদী দ্বিতীয় ধাপের আহমদী বলে প্রতীয়মান হয়। এবং এর ফলে অনেক সময় উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

হুজুর বলেন, দু'জন জার্মান আহমদী যুবক উল্লেখ করলেন যে, পাকিস্তান থেকে আগত কোন কোন আহমদীর আচরণ দুঃখজনক এবং এর ফলে জার্মান আহমদীদের পক্ষে হোঁচটের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রসঙ্গে বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া জামাতের আন্তর্জাতিক নেযামের সহিত সম্পৃক্ত কতকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করতে গিয়ে হুজুর (আইঃ) বলেন ঃ

বিশ্বে যেখানে যেখানে আল্লাহতায়ালা জামাত সমূহ দান করেছেন অর্থাৎ যে সকল জামাতে সে দেশের স্থানীয় অধিবাসী অধিক সংখ্যায় দৃষ্টিগোচর হতে আরম্ভ করেছে সেরূপ জামাতগুলিতে আমাদেরকে দুই ধারায় মনোযোগী হতে হবে :

প্রথমতঃ মজলিসে আমেলাগুলিকে একটি Follow-up গ্রুপ অর্থাৎ মোবাল্লেগদের পশ্চাদবর্তী তরবিয়তী গ্রুপ গঠন করা উচিত এবং বিশেষভাবে তাদের উপর এই কাজ অর্পন করা হোক যে, নবাগতদের তরবিয়তের উদ্দেশ্যে কি কি জিনিসের প্রয়োজন সে সম্বন্ধে তারা পর্যালোচনা ও চিন্তা-ভাবনায় নিয়োজিত থাকবেন। হুজুর বলেন, প্রত্যেক দেশের প্রয়োজন পৃথক পৃথক ধরণের হবে। সে সব ক্ষেত্রে 'মরকজ'-ও (তাহরীকে জদীদ) কোন নির্দিষ্ট হেদায়াত (Directions) দিতে পারে না এবং আমিও নির্দিষ্টরূপে প্রতিটি দেশের প্রয়োজনসমূহ এখানে বসে নির্ধারণ করতে পারি না। সেজন্য এ সব বিষয়ে স্থানীয় জামাতসমূহ নিজেদের দায়িত্ব নিজেরা সম্পাদন করা উচিত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গভীর পর্যালোচনা করা ও দক্ষতার সহিত এ সব বিষয় সমাধা করা উচিত। কেননা এখন সেগুলির দিকে যদি মনোনিবেশ করা না হয়, তাহলে ভবিষ্যতে অধিক জটিলতার সম্মুখীন হতে হবে।

হুজুর বলেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার প্রতি দৃষ্টি রাখা সমগ্র বিশ্বের জামাতী মজলিসে-আমেলা সমূহের কর্তব্য তা হলো 'তওহীদ'। হুজুর বলেন, খালেস (খাঁটি) তওহীদ কোন আসমানে অবস্থানরত জিনিষের নাম নয়। ইসলাম যে খোদাকে পেশ করে তিনি হলেন "নূরুস-সামাওয়াতে ওয়াল আরযে" (—'আসমান সমূহ ও জমিনের নূর')। সেজন্য কোন জিনিসই তওহীদের আওতা বহির্ভূত নয়, এবং কোন বস্তুই তাঁর তৌহীদের আওতা ও প্রভাব মুক্ত হওয়া উচিত নয়। সেজন্য জামাত আহমদীয়া যা'কিনা প্রকৃত তৌহীদ অনুসারী জামাত—এ জামাতের তো তৌহীদের দৃশ্য পেশ করা উচিত। জামাত আহমদীয়া যদি এই ক্ষেত্রে গাফলতী করে এবং এমনটি যদি হতে দেয় যে, ইংল্যাণ্ডের জামাত এক পৃথক আদর্শ ও ভূমিকা নিয়ে দণ্ডায়মান হচ্ছে এবং আফ্রিকার জামাত এক ভিন্ন ভূমিকা নিয়ে দাঁড়াচ্ছে, আর তেমনি ইউরোপ, আমেরিকা চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়ে এবং অপরাপর দেশের জামাতসমুহ নিজেদের পৃথক পৃথক আদর্শ ও ভূমিকা প্রদর্শন করতে থাকে—তাহলে 'তওহীদ' (একাত্ববাদ—ঐক্য ও একাত্মতা) কায়েম হতে পারে না। তওহীদ আমল ও কর্ম-জগতে পরিদৃষ্ট হওয়া উচিত। খোদাতায়ালার নামে একত্রিত এবং মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ আঃ)-এর নামে সমবেত জনসমষ্টি এক ও অভিন্ন হয়ে যাওয়া উচিত এবং 'ওহ্‌দাত' (ঐক্য ও একাত্মতর)-এর মনোরম দৃশ্য তুলে ধরা উচিত।

হুজুর বলেন, 'ওহ্‌দাত'-এর একটি দৃশ্য বা চিত্র হলো পরস্পরে এক ও অভিন্ন হয়ে যাওয়া, একে অন্যকে ভালবাসা, বর্ণ, বংশ ও জাতিগত প্রভেদ ভুলে গিয়ে একাত্ম হয়ে যাওয়া

এ দিক থেকে তওহীদকে জগতে কায়েম করার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। ইহা শুধুমাত্র মৌখিক উপদেশ ও প্রবোধের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না বরং এর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়মিত ভাবে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।

এই প্রসঙ্গে হুজুর (আইঃ) বলেন যে, প্রত্যেক দেশে বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও বংশ থেকে সমাগত লোকের পরস্পর সুসামঞ্জস্যপূর্ণ মিলন ও সংমিশ্রণ ঘটানোর জটিল প্রক্রিয়াটি বিদ্যমান। সে কারণে কিছু ভুল বোঝা-বুঝির সৃষ্টি হচ্ছে। সেজন্য অনতিবিলম্বে সমগ্র জামাতের এ বিষয়ে মনোনিবেশ করা উচিত। ইংল্যাণ্ডে ইংরেজরা যখনই আহমদী হন তখন আপনারা সুন্দর আচার-ব্যবহারের দ্বারা তাঁদেরকে নিজেদের সমাজে আকর্ষণ, রূপায়ন ও আপন করে নিতে সর্বোতভাবে সচেষ্ট হোন, যাতে তাঁরা অনুভব না করেন যে তারা একা—পাশ্চাত্য সমাজ ছেড়ে এসে তাঁরা ধর্মীয় মূল্যবোধ তো পেলেন, কিন্তু বিকল্প সমাজ লাভের সৌভাগ্য হলো না। যে কৃষ্টি ও সভ্যতা তাঁরা পেছনে ফেলে আসলেন, উহার বদলে তাঁরা বিকল্প কিছু পেলেন না, বরং এই নও-মুসলিমদেরকে যা দেওয়া হচ্ছে তা যদি ইসলামের নামে পাকিস্তানী তামাদ্দুন ও কৃষ্টি-ই হয়, তবে তাদের সহিত তো ইনসাফ হলোই না, ইসলামের সঙ্গেও সুবিচার হলো না।

হুজুর বলেন, প্রতিটি জাতির কৃষ্টি ও সভ্যতার এমন কিছু দিক থাকে, যেগুলি সেই জাতির জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে যায় এবং এমন কিছু ধর্মীয় দিক থাকে যেগুলি কৃষ্টি ও সভ্যতায় পরিণত হয়ে থাকে। যতদূর ইসলামী তামাদ্দুনের ব্যাপার—সে প্রসঙ্গে উল্লিখিত উভয় প্রকারের সূত্রগুলিকে আলাদা আলাদা করতে হবে এবং জাতিবর্গকে এই পয়গাম দিতে হবে যে, যতদূর ইসলামী তামাদ্দুনের প্রশ্ন, সেক্ষেত্রে এগুলো হলো ঐসব সীমারেখা যেগুলো তোমরা লঙ্ঘন করতে পার না, যদি কর, ইসলামের পথ থেকে সরে যাবে! এ ছাড়া এগুলো হলো ঐ সব পথ বা সীমারেখা, যেগুলোর ক্ষেত্রে তোমাদের ইখতিয়ার বা অধিকার আছে যে ইসলামী হেদায়াত ও নির্দেশাবলীর আওতাধীন থেকে নিজেদের জন্য তামাদ্দুনের রীতিনীতি তালাশ করতে পার অথবা স্থানীয় ও আঞ্চলিক তামাদ্দুন ও কৃষ্টির মধ্য থেকে ভাল জিনিসগুলি গ্রহণ করতে পার। পাকিস্তানী আহমদীরাও নিজেদের তামাদ্দুনের ক্ষেত্রে ততদূরই পরিবর্তন করতে পারেন যতদূর ইসলাম অনুমতি দেয় এবং সে অনুযায়ী অন্যান্য জাতিকে নিজেদের মধ্যে শামিল করার উদ্দেশ্যে তাদের খাতিরে নিজেদের তামুদ্দুনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন রয়েছে। গভীর সূক্ষ্ম দর্শিতার সহিত যদি আপনারা উভয় সোসাইটির খারাপ বিষয়গুলো পরিহার করেন এবং ভাল বিষয়গুলো গ্রহণ করেন এবং ইসলামী তামাদ্দুনের 'রুহ' (Spirit)-কে প্রাধান্য দিয়ে প্রবল ও সমুন্নত রাখেন, তাহলে এই ধারায় যে তামাদ্দুন জগতে আহমদী তামাদ্দুনের নামে সৃষ্টি হবে উহাতে প্রথমতঃ সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সংযোগ ও সংমিশ্রণ বিদ্যমান থাকবে এবং দ্বিতীয়তঃ

এক আন্তর্জাতিক অভিন্নতা ও সর্বজনীনতা মওজুদ থাকবে। এবং এটাই হলো 'মিল্লাতে-ওয়াহেদা' (অর্থাৎ এক ও অভিন্ন আদর্শ ভিত্তিক অখণ্ড মহাজাতি) গড়ে তোলার লক্ষ্যে জরুরী পদক্ষেপ। (আমাদের) তামাদ্দুন ও কৃষ্টির এক বৃহদাংশ হলো ধর্ম (ইসলাম) দ্বারা প্রভাবিত এবং সে অংশটির হেফাজত করা এবং ওটাকে প্রস্ফুটিত করে দুনিয়ার সামনে পেশ করা হলো সময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন ও চাহিদা। এ দিকে মনোনিবেশ করা আবশ্যকীয়। কেবল সে দিকে মনযোগের অভাবেই অনেক পরিবার বিনষ্ট হয়ে গেছে।

হুজুর বলেন, বিশ্বজনীন তওহীদ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক তামাদ্দুনের সুষম মিলন ও সংমিশ্রন সাধিত হওয়া অত্যন্ত জরুরী, এবং এ দিকে জামাত সমূহকে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করা উচিত। সুষ্ঠু বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে মজলিস (কমিটি) গঠন করা উচিত। তাদের উপর উক্ত কাজ যেন অর্পন করা হয় এবং তাদের রিপোর্ট সমূহ যেন (সংশ্লিষ্ট জামাতের) মজলিসে-আমেলায় পেশ করা হয়। তারপর যে সব কার্যক্রম (প্রস্তাবাবলী) গৃহীত হয়, তা দেশীয় ভিত্তিতে আমার নিকট যেন পাঠানো হয়, যাতে আমি তাতে নজর দিতে পারি। তাহলে তাঁদের সংগৃহীত ঐ সকল তথ্য ও প্রস্তাবের আলোকে আমি তাদের জন্য অধিকতর পথ প্রদর্শণের কারণ হতে পারবো। হুজুর বলেন, আর একটি ফায়দা এই হবে যে সে রিপোর্টগুলো যেহেতু সারা জগত থেকে আসবে সেজন্য ইসলামী তামাদ্দুনের ক্ষেত্রে যে 'তওহীদ' আমি কায়েম করতে চাই কুরআন করীম ও পবিত্র হাদীসের আলোকে, তা আমি সহজে সম্পাদন করতে পারবো।

হুজুর বলেন, দ্বিতীয় দিকটি হলো বহিঃবিশ্বে পাকিস্তানী প্রবাসী আহমদীদের তরবিয়তের বিষয়টি। তাদেরকে প্রাথমিক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা—এটা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এটা বিশেষতঃ জার্মানীতেই আমার দৃষ্টিগোচর হলো। ঐ শ্রেণীর লোক যারা পাকিস্তানে জামাতের দৃষ্টি এড়িয়ে থাকেন এবং জামাতী তরবীয়তের নাগালের বাহিরে সরে থাকেন, তারা এখানে আসার পর যদিও তারা নিজেদেরকে জামাতের নিকট (জামাতী কাজের উদ্দেশ্যে) পেশ করেছেন তথাপি জ্ঞানের দিক থেকে তারা অত্যন্ত পিছিয়ে আছেন। তাদের উপর বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে। দুনিয়াতে এরা ইসলামের অসাধারণ খেদমত সম্পাদন করতে পারেন।

হুজুর (আইঃ) পরবর্তী বংশধরদের তরবিয়তের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد (—"হে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং (তোমাদের) প্রত্যেকের উচিত ভবিষ্যতের জন্য সে কি প্রেরণ করছে তা দেখা"—অনুবাদক)—কুরআনী আয়াতের আলোকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের তরবিয়তের উদ্দেশ্যে বর্তমান বংশধরকে আগলানো একান্ত আবশ্যকীয়। হুজুর বলেন, বর্তমান জগতে বসবাসকারী হে মুসলমানগণ! ভবিষ্যৎ বংশধরদের

তরবিয়তের জন্য তোমরা দায়বদ্ধ। কাজেই আগামী কালের (জেনারেশানের তরবিতের) ক্ষেত্রে তোমরা নিজেদের পেছনে যা রেখে যাবে সে সম্বন্ধে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। সেজন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে, পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলে বসবাসকারী বর্তমান জেনারেশনের আহমদীদের তরবিয়তের প্রতি অনতিবিলম্বে মনোযোগ দেওয়া। যদি তারা সুশৃঙ্খল ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে তাদের সন্তান ও বংশধররা আপনা-আপনি ঠিক হয়ে যাবে, এবং অসাধারন (নেক) পরিবর্তন তাদের মধ্যেও সৃষ্টি হতে আরম্ভ করবে।

হুজুর (আইঃ) এ বিষয়টির দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, প্রতিটি দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী ইসলামের বুনিয়াদী চাহিদা সামনে রেখে তরবিয়তী সাহিত্যও রচিত হওয়া উচিত। এ বিষয়ে হুজুর সবিস্তারে আলোকপাত করেন। পরিশেষে বলেনঃ

জার্মানীতে কয়েকদিন অবস্থানকালে আল্লাহতায়ালা আমার অন্তরে যে পরিকল্পনাসমূহের উদ্রেক করেছেন সেগুলো যথেষ্ট ব্যাপক ও সুবিস্তৃত। সেগুলোর মধ্যে এ একটি (যা এখন বর্ণনা করা হলো)। এছাড়া আরও অনেকগুলো বিষয় আছে যা জামাতের নিকট ক্রমে ক্রমে তুলে ধরা হবে। আপাততঃ এখানেই শেষ করছি। হুজুর বলেন, এখন উল্লিখিত কার্যক্রম দু'টি বিশ্বব্যাপী জামাতগুলোতে জারী করতে সচেষ্ট হোন। আল্লাহতায়ালা এর তওফিক দিন। (আমীন)। খোদাতায়ালার তওহীদ আমাদেরকে আসমান থেকে জমিনে আনতে হবে এবং তওহীদকে আমরা 'কাল্পনিক' (স্তরে) থাকতে দিতে পারি না। তওহীদকে আমাদের বুকে (অন্তরে) জড়িয়ে ধরতে হবে; আমাদের ধমনিতে প্রবাহিত, সঞ্চারিত করতে হবে এবং এরূপ এক জামাত সৃষ্টি করে দেখাতে হবে, যা তওহীদে প্রতিষ্ঠিত জামাত। সে জামাত যেন যথার্থ ও প্রকৃতরূপে কর্ম-জগতে তওহীদ অনুশীলনকারী জামাত হয়। সে জামাত যেন (মৌখিকভাবে) শুধু কল্পনার জগতে তওহীদ-বিশ্বাসী জামাত না হয়।

হুজুর বলেন, একজন আহমদী শুধু 'মুক্‌তাদী' হওয়ার জন্য পয়দা হন নাই। বরং সে 'ইমাম' হওয়ার জন্য পয়দা হয়েছে। সেজন্য প্রতিটি আহমদীর মধ্যে এরূপ যোগ্যতার সৃষ্টি করুন যেন সে প্রয়োজন হলে নামাজ পড়াতে পারে, বিবাহ পড়তে পারে, আর তেমনি নামায-জানাযাও পড়াতে পারে।

(লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'আল-নসর' ২১শে নভেম্বর' '৮৬ইং)

অনুবাদঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

"তোমরা যদি চাহ যে স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে, নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লহতায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী। সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া আর সম্ভব নয়।" (কিশতিয়ে-নূহ)

—**হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)**

সুলতানুল কলম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-র গ্রন্থ-পরিচিতি

"অসীম কর্ম আমি মসীতেই সাধিয়াছি।" —'দুররে সমীন'

[সাম্প্রতিক কালে বিশেষ একটি মহল কতিপয় পত্রিকায় আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর রচিত গ্রন্থাবলী থেকে 'কাট-ছাঁট' করে উদ্ধৃতি দিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে।

অতএব, আমরা সভ্য-জগতের হাতিয়ার 'কলম' হস্তে প্রেরিত সুলতানুল কলম হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) রচিত গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পাঠকদের জ্ঞাতার্থে পেশ করছি। আশা করি, পাঠকবর্গ এই পরিচিতি পাঠে 'লিখনি-সম্রাটের 'ক্ষুরধার লিখনি' ইসলামের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় কতখানি কার্যকরী অবদান রেখেছে তাহা হৃদয়ঙ্গমে সক্ষম হবেন।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—১৪)

(২৬) সিররুল খিলাফাত (খিলাফতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য):

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ(আঃ)-র আরবী ভাষায় লিখিত এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে খেলাফতের বিষয়ে সুন্নী ও শিয়াদের মধ্যে যে মতপার্থক্য রয়েছে হযরত আহমদ (আঃ) উহার বিশদ আলোচনা করেছেন। হযরল আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত উসমান ও হযরত আলী রাজিঃ আনহুমগণ প্রত্যেকেই যদিও হেদায়াতপ্রাপ্ত রাশেদ খলিফা ছিলেন, কিন্তু তাঁদের সকলের মধ্যে যে হযরত আবু বকর (রাজিঃ) সর্বোত্তম ছিলেন—এ বিষয়ে হযরত আহমদ (আঃ) গভীর তত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করে মতপ্রকাশ করেন যে, হযরত আবু বকর (রাজিঃ) ইসলামের জন্য দ্বিতীয় আদম তুল্য ছিলেন। তথ্যগত বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা তিনি (হযরত আহমদ আঃ) সপ্রমাণ করেন যে, খেলাফত সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের আয়াত হযরত আবু বকর (রাঃ)-র 'খলিফা'র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে পূর্ণতা লাভ করেছে।

এই গ্রন্থে হযরত আহমদ (আঃ) খোলাফায়ে রাশেদীনগণের মধ্যে প্রথম তিনজন খলিফার বিরুদ্ধে শিয়াদের উত্থাপিত অভিযোগগুলি খণ্ডন করে প্রাসঙ্গিক ও যথার্থ উত্তর প্রদান করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর সাথে দ্বিমত পোষনকারীদের উদ্দেশ্যে তিনি দোওয়ার দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে আহ্বান জানান। তিনি দাবীর সাথে ঘোষণা দান করেন যে, দোওয়ার এই মোকাবেলায় পরাস্ত হলে তিনি সত্যবাদী ন'ন বলে স্বীকার করে নেবেন। তাঁর এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় কেহ সক্ষম হলে তিনি ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) রুপী পুরস্কারের অঙ্গীকারও প্রকাশ করেন। কিন্তু এই পুরস্কার লাভে কেহই অগ্রসর হলো না।

হযরত আহমদ (আঃ) গ্রন্থটিতে ইমাম মাহদী (আঃ)-র আবির্ভাব সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করে তাঁর নিজের ইমাম মাহদী হওয়ার বিষয়টিও দাবীর সঙ্গে সপ্রমাণিত করেন।

মৌঃ মোহাম্মদ হোসাইন বাটালবী ও তদীয় সঙ্গীদের অন্তঃসার-শূন্য পাণ্ডিত্যের স্বরূপ উন্মোচনের জন্যই তিনি আরবী ভাষায় গ্রন্থটি রচনা করেছেন বলে উল্লেখ করেন। তিনি

তাদেরকে ২৭ দিন সময়সীমা নির্ধারণ করে এই গ্রন্থের অনুরূপ এক পুস্তক রচনার আহ্বান জানান। এই কার্যের জন্য প্রতিদিন এক টাকা হারে সাতাশ টাকা পুরস্কার প্রদানের প্রতিশ্রুতিও দান করেন। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সকলের পাশ্চাদপসরণ এই সত্যতাকেই মোহরাঙ্কিত করেছে যে, আল্লাহর সাহায্যে হযরত আহমদ (আঃ) যাহা সাধিত করতে সক্ষম, অন্যেরা তা করতে অপারগ ও অক্ষম।

গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে হযরত আহমদ (আঃ) খেলাফতের বিষয়ে সাধারণ আলোচনা করেছেন। ইহাতে তিনি হযরত আবু বকর, হযরত ওমর ও হযরত উসমান রাজিঃ আনহুম যাঁদের রাশেদ খলিফা হওয়ার বিষয়ে শিয়াগণ আপত্তি করে থাকে, তাহা যথার্থ খণ্ডন করে তাঁরা যে রাশেদ খলিফা ছিলেন উহা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করেন। শিয়াদের প্রথম তিনজন খলিফাকে চক্রান্তকারী ও মোনাফেক সাব্যস্ত করার সকল অপপ্রয়াসকে তিনি বলিষ্ঠ যুক্তি দ্বারা অবান্তর প্রমাণিত করেছেন এবং তাঁদের স্থলে অন্য কাহারও খলিফা হওয়ার অধিকারও ছিল না। তাঁর উত্থাপিত যুক্তির যথার্থতা নিরূপণ করতে তিনি এই গ্রন্থে পবিত্র কুরআনের 'লা—ইয়াসতাখ লিফান্নাহুম···(সুরা নূর) আয়াত এবং হাদীসের উদ্ধৃতিও দিয়েছেন।

আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে হযরত আহমদ (আঃ) প্রত্যাদিষ্ট ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের প্রতি পাঠকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। রূহানীভাবে উম্মতের পুনরুত্থানের প্রেক্ষাপটে তিনি সেই প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষকে উম্মতের জন্য আদমতুল্য এবং 'খাতামুল আইম্মা' বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি পাঠকগণকে অভিনিবেশ সহকারে জামানার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ইমাম মহদী (আঃ)-র আগমনকাল যে অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করার আহ্বান জানান। তিনিই যে প্রত্যাদিষ্ট ইমাম মাহদী সেদিকে পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার তাৎপর্যও খ্যাখ্যা করেন।

এই গ্রন্থের প্রধান অংশ আরবী ভাষায় লিখিত। তবে ইহাতে একটি উর্দু বিজ্ঞপ্তিও সন্নিবেশ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিটিতে প্রদত্ত চ্যালেঞ্জ-এ মৌঃ মোহাম্মদ হোসাইন বাটালবী ও অন্যান্যদের জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা রয়েছে।

গ্রন্থটির শেষাংশে হযরত আহমদ (আঃ) জ্ঞানীগণকে সম্বোধন করে এক 'খোলা পত্র' লিপিবদ্ধ করেছেন। ইহাতে তিনি তাঁর দাবীর বিষয়ে তাদেরকে তাড়া-হুড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দান করেন।

তিনি তাদেরকে অবহিত করেন যে, তাঁকে ইলহাম যোগে মসীহ নামে সম্বোধন করা হয়েছে; এবং স্বভাবতঃই ইহা সম্ভবপর নয় যে, আল্লাহর দেয়া এই পদমর্যাদাকে তিনি অবজ্ঞা করেন বা মানুষের ভয়ে উক্ত দাবী প্রত্যাহার করেন। তিনি আরও মত প্রকাশ করেন যে, তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা না পবিত্র কুরআনের দিকে রুজু করেন, না হাদিসের প্রামাণিক দলীলের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন। তারা সঠিক পথ পরিহার করে বক্রতার আশ্রয় নিয়েছেন।

তিনি বাস্তবতার এইদিকে জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন যে, যদিও তাঁর বিরোধিতায় মারাত্মক ষড়যন্ত্র আঁটা হচ্ছে ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা হচ্ছে, তবুও তিনি নিশ্চিত

নিরাপত্তায়ই রবেন এবং সঠিক পথ পরিহার করে বক্রতার আশ্রয় নেয়ার-পরিণামে তাঁরাই দুর্ভোগ পোহাবে।

ফেরেশতাগণ দৈহিক আকারে জমীনে অবতরণ করায় স্বর্গে ফেরেশতাদের নির্ধারিত অবস্থানে শূন্যতার সৃষ্টি হয় বলে সাধারণে প্রচলিত ধারণা সংশোধিত করার উদ্দেশ্যে, হযরত আহমদ (আঃ) এই গ্রন্থে ফেরেস্তাগণ কিরূপে তাদের প্রভাব বিস্তার করে ন্যাস্ত দায়িত্বাবলী সুচারুভাবে কার্যকরী করে থাকেন উহার বিশদ ব্যাখ্যা দান করেন। তিনি বুদ্ধি-বিবেচনাকে শাণিত করে ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করার আন্তরিক আবেদন রাখেন, কেননা ইসলাম যথার্থরূপেই প্রকৃতি-সম্মত ধর্ম।

পবিত্রতম রসুল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-র আজ্ঞানুবর্তিতার মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি লাভের কামনায় বিগলিত দোয়া করে হযরত আহমদ (আঃ) গ্রন্থটি সমাপ্ত করেছেন।

(২৭) আনওয়ার-উল-ইসলাম (ইসলামের জোতিঃ)

পাদ্রী আবদুল্লাহ আথমের সাথে মোবাহেলা কালে হযরত আহমদ (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, সত্যের প্রতি রুজু না করলে আথম ১৫ মাসের মধ্যে মৃত্যু মুখে পতিত হয়ে নরকে নিক্ষিপ্ত হবে। ১৫ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও আথম জীবিতই রইলো। ইসলামের উপর খ্রীষ্টীয় মতবাদ প্রাধান্য লাভ করেছে বলে খ্রীষ্টানগণ বিজয়ের আনন্দে এক উল্লাস-মিছিল বের করল। তাদের এই আনন্দোৎসবের দিনটি ছিল ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর। তাদের প্রকাশিত পত্রিকা 'নূর আফশানে' লিখা হল—'মির্যা সাহেব তাঁর প্রতিপক্ষের সহিত এ বিষয়ে বিতর্কে অবতীর্ণ হন নাই যে তিনি মসীহ সদৃশ বা 'মুলহাম' (প্রত্যাদেশবাণী লাভকারী), বরং বিতর্কের মুল বিষয় ছিল যে তিনি মুহাম্মদ (সাঃ)-র ধর্মকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করবেন ও (পবিত্র) কুরআনকে ঐশীগ্রন্থ বলে প্রমাণ করে দেখাবেন এবং খ্রীষ্ট-ধর্ম বিশ্বাসকে অসার প্রতিপন্ন করবেন। বিতর্ক শেষে যে ভবিষ্যদ্বাণীর ঘোষণা তিনি দিয়েছেন উহার উদ্দেশ্য ছিল (হযরত) মুহাম্মদ (সাঃ) যে প্রকৃতই আল্লাহর প্রেরিত এবং তাঁর অনীত ধর্ম যে সত্য তাহা প্রমাণিত করা।

মোবাহেসার বাস্তব এই প্রেক্ষাপটেও, কিছু নির্লজ্জ মোল্লা খ্রীষ্টানদের সাথে যোগ দিয়ে আনন্দোৎসবে যোগদানকারী অন্যতম দলে পরিণত হল। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-র গোলামীর দাবীদার এই মোল্লার দল হযরত আহমদ (আঃ)-কৃত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই বলে তাঁকে হাসি-ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতেও দ্বিধাবোধ করল না। এমনকি তারা তাঁকে অশালীন জঘন্য ভাষায় গালা-গালি পর্যন্ত করল। মোল্লারা এহেন সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় হযরত আহমদ (আঃ) তাদের সঠিক মূল্যায়ন করা প্রয়োজন মনে করলেন। তিনি লিখেন—"কিছু নাম মাত্র মুসলমান যাদের আমরা 'সেমি খ্রীষ্টান' বলতে পারি, আবদুল্লাহ আথম ১৫ মাসের মধ্যে মৃত্যুবরণ না করায় তারা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছে। তারা এতটা আনন্দিত হয়েছে যে খুশী চেপে না রাখতে পারার কারণে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছে। তারা

প্রচারপত্র ছাপিয়ে বিলি করছে, অশ্লীল-অশ্রাব্য গালা-গালি করছে যা না করে তারা পারে না, (যা তাদের মজ্জাগত ও যা করতে তারা অভ্যস্তও বটে) ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে তারা আমার বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে, (ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে) তারা ইসলামকেও আক্রান্ত করে, যেনন কি'না মোবাহেসার উদ্দেশ্য আমার নিজের প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার দাবীটি সাব্যস্ত করা নির্ধারিত ছিল না বরং ইসলামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠতা কায়েম করাই প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। কাফের, শয়তান, দাজ্জাল--যা খুশী তারা আমায় ভাবুক—মোবাহেসার লক্ষ্য দ্বারা তো হযরত রসুলে করীম (সাঃ) এবং পবিত্র কুরআন মজীদের সত্যতা নিরূপিত হচ্ছে।" হযরত আহমদ (আঃ)-র এই উক্তিটি নিঃসন্দেহে মোল্লাদের আসল চেহারা উন্মোচন করছে।

যাহোক, অবশেষে হযরত আহমদ (আঃ) ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর কৃত ভবিষ্যৎবাণীর বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারা নির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীটির প্রতি আলোকপাত করে আলোচ্য 'আনওয়ার-উল-ইসলাম' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। আথমের মৃত্যু সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে সত্যের প্রতি তার প্রত্যাবর্তন না করার শর্ত আরোপ করা ছিল। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর প্রভাবে আথম যে ভীত-শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল উহার বহু প্রমাণ তিনি এই গ্রন্থে প্রদান করেছেন এবং তিনি ইহাও উল্লেখ করেন যে, আথম তার অন্তরের অন্তঃস্থলে ইসলামের সত্যতাকে মেনেও নিয়েছিল।

হযরত আহমদ (আঃ)-র এই ধারণা যে অমূলক বা মনগড়া ছিল না উহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি আলোচ্য এই গ্রন্থে এ বিষয়ে তাঁর প্রদত্ত পর পর ৪টি প্রচারপত্রও সংযোজিত করেছেন। উল্লেখ্য যে এই সকল প্রচারপত্রে তিনি আবদুল্লাহ আথমকে আল্লাহর নামে শপথ করে এই ঘোষণা দেয়ার আহ্বান জানান যে ভবিষ্যদ্বাণীর ফলে সে যে মোটেই ভীত-শঙ্কিত হয় নাই বা ইসলামের সত্যতার প্রতি মোটেই আকৃষ্ট হয় নাই তাহা সে প্রকাশ করুক। আথম এইরূপ ঘোষণা দেয়ার দুঃসাহস দেখালো না। ফলে জগৎ সুস্পষ্ট রূপে হযরত আহমদ (আঃ) কৃত ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতাই দর্শন করল। এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এই ঘোষণা প্রদানে আথমকে উৎসাহিত করতে হযরত আহমদ (আঃ) পর্যায়ক্রমে তাঁর ১ম বিজ্ঞাপনে ১০০০ রূপী, দ্বিতীয়টিতে ২০০০ রূপী, তৃতীয়টিতে ৩০০০ রূপী এবং চতুর্থটিতে ৪০০০ রূপী পুরস্কার প্রদান করবেন বলেও জানিয়েছিলেন।

(২৮) মিনান-উর রহমান (অযাচিত দানকারীর অনুগ্রহ)

আলোচ্য গ্রন্থের সূচনাতে হযরত আহমদ (আঃ) তদানীন্তন ইসলামের উলেমাগণের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি চরম ঔদাসীন্যের কথা ব্যক্ত করেছেন। পৃথিবীর বুক থেকে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার বিরোধী তৎপরতার সামগ্রিক ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টাতেও উলেমাগণের নির্লিপ্ততা ও নিস্পৃহতা দর্শনে তাঁর অন্তরাত্মা ব্যথিত ও মর্মাহত হয়ে উঠে। ইসলামের প্রাধান্য কামনায় সমুদ্রসম উদ্বেলতা সহকারে বিগলিত হৃদয়ে তিনি আল্লাহর সাহায্য যাচনা করেন এবং তাঁর তরফ থেকে সান্ত্বনা ও পথ-নির্দেশের মুখাপেক্ষী হন।

অতঃপর তিনি পাঠকগণকে অবহিত করেন যে তার হৃদয়ের এই আকুতিকে আল্লাহ্-তায়ালা কবুলিয়তের মর্যাদায় অভিসিক্ত করেছেন। একদিন যখন তিনি গভীর মনোযোগের

সাথে কুরআন তেলাওয়াতরত অবস্থায় আয়াতসমূহের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও মারেফাত উপলব্ধিতে নিমগ্ন ছিলেন তখন হঠাৎ নির্দিষ্ট আয়াত "ওয়া কাযালিকা আওহাইনা ইলাইকা কুরআনান আরাবিই-ইয়াল—লি তুনযিরা উম্মাল কুরা ওয়া মান হাওলাহা" অর্থাৎ এইরূপে আমরা তোমার উপর আরবী ভাষায় 'কুরআন' ওহী করিলাম যেন তুমি নগরীর মাতা (অর্থাৎ মক্কা) এবং ইহার চারিধারে বসবাসকারীদিগকে সতর্ক করিতে পার.....(সুরাতুল শুরা ১ম রুকু)—এর উপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। তাঁর জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অনুভূতিতে এই আয়াতের মর্মার্থ স্পন্দন ও অনুরণন জাগাল। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও দর্শনের রহস্য উন্মোচনকারী অসাধারণ এক নির্ঝরের সন্ধান তিনি এতে পেলেন। রূহানী প্রস্রবণের এ ধারায় অবগাহন করে তিনি এতই তৃপ্ত হলেন যে--অন্তরের গভীরতম প্রদেশ থেকে আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ে তিনি সশব্দে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে উঠলেন।

হযরত আহমদ (আঃ) পাঠকগণের উদ্দেশ্যে এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এই আয়াতের অন্তর্নিহিত গূঢ়-দর্শনতত্ত্বের রহস্য তাঁর নিকট উন্মিলিত করা হয়েছে। এতে আরবী ভাষার সৌন্দর্য্য ও মর্যাদা অভিনব ধারায় প্রকাশিত হয়ে আরবী-ভাষাই যে সকল ভাষার উৎস তাহা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনই যে সকল ধর্মগ্রন্থের জননী এবং মক্কা সকল ভূখণ্ডেরই জন্মদাত্রী এ ঐতিহাসিক নিগূঢ় তত্ত্ব-দর্শনও এই আয়াত প্রতিভাত করে। এ সকল অসাধারণ তাৎপর্যবহ গভীর মর্মার্থ সমূহই "মিনানুর রহমান' গ্রন্থটির প্রতিপাদ্য বিষয়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে এই পুস্তকটি প্রকাশনার বাসনা যদিও তাঁর ছিল কিন্তু এই অসুবিধা--সেই প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদী কারণে হযরত আহমদ (আঃ)-র জীবদ্দশায় উক্ত গ্রন্থটি প্রকাশ না পেলেও পরবর্ত্তীতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ লাভ করে।

(২৯) জিয়াউল হাক্ক (সত্যের উজ্জ্বলতা)

এই গ্রন্থে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু আনওয়ারুল ইসলাম গ্রন্থের অনুরূপ। মিনানুর রহমান পুস্তকের অংশ বিশেষ হিসেবে হযরত আহমদ (আঃ) ইহা প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ আথম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর কার্য্যকারীতা অসার প্রতিপন্ন করতে খ্রীষ্টানদের পত্রিকা 'নূর আফশানে' কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় এই অংশটি প্রকাশ করতে হযরত আহমদ (আঃ) আর বিলম্ব করা সমীচিন জ্ঞান করলেন না। অতএব, জিয়াউল হক যা কিনা মিনানুর রহমানেরই অংশ ছিল, তা স্বতন্ত্র পুস্তকের কলেবরে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দেই আত্মপ্রকাশ করে। এই গ্রন্থে হযরত আহমদ (আঃ) স্বীয় প্রদত্ত চারটি প্রচারপত্রের উল্লেখ করেছেন। যেগুলিতে তিনি পর্যায়ক্রমে পাদ্রী আবদুল্লাহ আথমকে ইসলামের প্রতি প্রত্যাবর্তন না করা সম্পর্কিত শপথ ঘোষণা দান করতে বারবার প্রলুব্ধ করেছেন। অতঃপর তিনি মত প্রকাশ করেন যে এই বিষয়ে পাদ্রীদের নির্বিকারতা বড়ই দুঃখজনক। তদুপরি ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হওয়ার অপবাদ আরোপ আরও লজ্জাকর। ভবিষ্যদ্বাণীটির শব্দ বিন্যাসের বিশদ ব্যাখ্যা দান করে ইহা যে অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বহণ করছিল উহার প্রতিও তিনি আলোকপাত করেন। আব্দুল্লাহ আথম যে ভয়-বিহ্বলে অভিভূত হয়ে পড়েছিল তার প্রামাণিক ঘটনার উল্লেখ করে হযরত আহমদ (আঃ) অভিমত প্রকাশ করেন যে, সে অন্তরের গভীরে ইসলামের সত্যতা অনুধাবন করতে শুরু করেছিল। (ক্রমশঃ)

[Inttroducing the books of the Promised Messiah (P) অবলম্বনে লিখিত]

মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ

সংবাদ ঃ

বিভিন্ন জামাতে সিরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রাজশাহী (**পুরুলিয়া ঃ**) অদ্য ৫/১২/৮৬ পুরুলিয়াতে স্থানীয় আঞ্জুমানের ব্যবস্থাপনায় জুম্মার নামাযের পর এক সিরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা পালিত হয়। এই জলসায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক তারিক সাইফুল ইসলাম (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), জনাব বজলুর রহমান (ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক), ডাঃ আছির উদ্দিন (প্রেসিডেন্ট কাফুরিয়া), জনাব মাহ্‌মুদুল হাসান (জিলা কায়েদ) ও জনাব আরিফুজ্জামান প্রমুখ।

সভাপতির ভাষণে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর চরিত্রের বিশেষ দিকগুলি বর্ণনা করে জনাব বি, এ, মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার (অর্থ উপদেষ্টা, বাংলাদেশ রেলওয়ে) এক জ্ঞান গর্ভ ভাষণ দান করেন। স্থানীয় মোয়াল্লেম ও প্রেসিডেন্ট উপস্থিত সুধীবৃন্দ ও বহিরাগত অতিথিবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এই জলসায় জনৈক স্থানীয় অধিবাসী বয়াত গ্রহণ করেন এবং দোওয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়।

ময়মনসিংহ ঃ সম্প্রতি আঞ্জুমানে আহমদীয়া ময়মনসিংহের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় ময়মনসিংহের বিভিন্ন স্থানে সিরাতুন্নবী (সাঃ) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, খলিফাতুল মসীহ রাবে হযরত মীর্জা তাহের আহমদ সাহেব (আইঃ)-এর সাম্প্রতিক ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় জামাত এই কার্যক্রম গ্রহণ করে।

সীরাতুন্নবী (সাঃ) প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বিগত ৬/১১/৮৬ (রোজ বৃহস্পতিবার) স্থানীয় জামাতের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জনাব জকিউদ্দিন আহমদ সাহেবের বাসায়। দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বিগত ১৪/১১/৮৬ (রোজ শুক্রবার) স্থানীয় জামাতের প্রবীনতম সদস্য জনাব আশরাফ হোসেন সাহেবের বাসায়। স্থানীয় টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সহকারী অধ্যাপক জনাব নাজমুল হক সাহেবের বাসায় বিগত ২৩/১১/৮৬ (রোজ রবিবার) তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সবশেষে, বিগত ২৯/১১/৮৬ (রোজ শনিবার) স্থানীয় জামাতের উৎসাহী সদস্য জনাব ছলিম আহমদ হাজারীর (সহকারী পরিচালক, পাট বীজ শাখা) বাসায় ৪র্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, বাদ মাগরিব অনুষ্ঠিত এসব অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটিতে স্থানীয় জামাতের সদস্য ছাড়াও বহু গয়ের আহমদী বন্ধুগণ আমন্ত্রিত হন। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী, অধ্যাপক আমীর হোসেন সাহেব ছাড়াও (জনাব নাজমুল হক সাহেবের বাসায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে) স্থানীয় টিচার্স ট্রেনিং কলেজের দু'জন অধ্যাপক—জনাব সাঈদুর রহমান ও জনাব মোজাম্মেল হক সাহেব নবী জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ

আলোচনা করেন। ভবিষ্যতেও স্থানীয় জামাত আরো সিরাতুন্নবী (সাঃ) সম্মেলন ব্যক্তিগত ও জামাতী ভাবে আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এসব সম্মেলন যাতে কৃতকার্যতার সাথে সম্পন্ন হয় ও শ্রোতৃমণ্ডলীর উপর হিতকর প্রভাব ফেলে সেজন্য সকল আহমদী ভাই-বোনদের দোওয়া কামনা করছি। —অধ্যাপক আমীর হুসেন

দুর্গারামপুর ঃ বিগত ১৬/১১/৮৬ ইং দুর্গারামপুর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে সিরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসায় সভাপতি ছিলেন জনাব ইয়াকুব আলী সাহেব। জলসায় মেয়েদেরজন্যও ব্যবস্থা ছিল। যোগদানকারীর সংখ্যা প্রায়। ৫০/৬০ জন উক্ত জলসায় বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে সর্বজনাব শরীয়তুল্লাহ সাহেব, মোখলেসুর রহমান সাহেব, বজলুর রহমান সাহেব, মিজানুর রহমান সাহেব ও হাবিবুর রহমান সাহেব। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব আঃ মান্নান চৌধুরী সাহেব। উক্ত জলসায় জামাতের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা ছাড়াও বেশ কিছু সংখ্যক অ-আহমদী ভ্রাতা যোগদান করেন। —প্রেসিডেন্ট, দুর্গারামপুর আঃ আঃ

কুমিল্লা ঃ ২০শে নভেম্বর ১৯৮৬ইং স্থানীয় জামাতে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে পবিত্র সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা উদযাপিত হয়। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আলী আকবর ভূঞা সাহেবের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কর্মসূচী শুরু হয়। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রায় ২ঘন্টা ব্যাপী অনুষ্ঠিত আলোচনায় অংশ নেন সর্বজনাব আবুল হাসেম, মুহাম্মদ আবদুস সালাম, মুহাম্মদ আবুল কাসেম ভূঞা এবং জনাব মোহাম্মদ ইদ্রিস সাহেব। সবশেষে সভাপতি সাহেব সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে ইজতেমায়ী দোওয়া পরিচালনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

—মুহাম্মদ আবুল কাসেম ভূঞা

দিগপাইত (জামালপুর) ডি. কে. উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত ঃ

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজল ও করমে বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে জামালপুর জিলাস্থ দিগ্‌পাইত ডি, কে, উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বিগত ২৬শে নভেম্বর '৮৬ইং রোজ বুধবার বেলা আড়াইটায় অত্যন্ত সফলতার সহিত বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পবিত্র জীবনাদর্শের উপর একটি মনোজ্ঞ সিরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ।

উক্ত জলসায় ঢাকা, জামালপুর শরিষাবাড়ী ও ময়মনসিংহ জামাত হইতে চারটি কাফেলা যোগদান করে। স্থানীয় স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে জলসার কাজ শুরু হয়। প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত করেন উক্ত স্কুলের প্রধান মৌলভী জনাব ইমাম উদ্দিন সাহেব। পরে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পবিত্র জীবনীর আলোকে মৌলভী সলিমুল্লাহ সাহেব

(সদর মোয়াল্লেম) বিরচিত 'ঈদে মিলাদুন্নবী' নযমটি পাঠ করে শুনায় খাকসার (মোহাম্মদ আবদুল হাদী)। অতঃপর ইসলাম ও উহার শিক্ষা এবং আদর্শ ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মোস্তফা আলী সাহেব, অধ্যাপক আমীর হোসেন ও আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব। স্থানীয় মাদ্রাসার দুইজন শিক্ষক জনাব মৌলভী ইমাম উদ্দিন সাহেব ও জনাব মৌলভী মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী সাহেব ইসলামী উম্মাহ ও খাতামান্নবীয়িন (সাঃ)-এর উপর বক্তৃতা করেন। অতঃপর মৌলভী মুতিউর রহমান সাহেব (ইন্সপেক্টর বায়তুল মাল বাঃ আঃ আঃ) অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে 'শানে মোহাম্মদ (সাঃ)' নামক একটি নযম পেশ করার পর খাতামান্নবীঈন (সাঃ)-এর প্রকৃত তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়া একটি জোড়ালো বক্তৃতা দেন। সভাপতির ভাষণে জনাব আনছার আলী সাহেব উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে জনাব আল-হাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেবের পরিচালনায় ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

জলসা চলার শেষ লগ্নে উপস্থিত সকলকে মিষ্টান্ন দ্বারা আপ্যায়িতকরা হয়। উক্ত জলসায় বেশ কিছু তবলীগি পুস্তক ও প্রচার-পত্রাদি বিতরণ করা হয়। স্থানীয় স্কুল ও কলেজের লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষের নিকট দুই সেট জামাতী বই-পুস্তক আনুষ্ঠানিক ভাবে উপহার স্বরূপ প্রদান করা হয়। জলসাতে ৫০জন আহমদী ভ্রাতাসহ প্রায় ৪০০ জন শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন, যাহাদের মধ্যে স্কুল-কলেজের ছাত্র-শিক্ষক ও স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। জনাব তাসদ্দক হোসেন (নাযেম ইসলাহ-ইরশাদ) ও স্থানীয় স্কুলের প্রবীন শিক্ষকের সার্বিক সহযোগিতায় জলসাটি সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হয়। উক্ত এলাকায় আহমদীয়াতের পূর্ণ প্রসারতার জন্য সকলের নিকট খাস দোওয়ার আবেদন জানাইতেছি।

সংবাদদাতা—মোহাম্মদ আবদুল হাদী (ন্যাশনাল কায়েদ)

রাজশাহী বিভাগীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে তালীম তরবীয়তী ক্লাশ ও ইজতেমা

আগামী ৩১শে ডিসেম্বর ও ১লা জানুয়ারী রাজশাহী বিভাগীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক তালিম তরবীয়তি ক্লাশ ও ২রা জানুয়ারী ১৯৮৭ইং বার্ষিক ইজতেমা মোহতারম ন্যাশনাল কায়েদে সাহেবের অনুমোদন ক্রমে বগুড়াস্থ মসজিদে অনুষ্ঠিত হইবে। ইনশাল্লাহ।

উক্ত ক্লাশ ও ইজতেমায় বেশী বেশী সংখ্যায় খোদ্দাম ও আতফালের উপস্থিতি একান্ত ভাবে কাম্য। এ বিষয়ে স্থানীয় কায়েদ সাহেবানদেরকে সক্রিয় চেষ্টা চালাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

খাকসার—আব্দুর রব
বিভাগীয় কায়েদ, রাজশাহী

একটি আবেদন

আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন যে, মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব সদর মুরুব্বী মাওলানা আবদুল আজীজ সাদেক সাহেবকে নিয়া কুরআন মজিদের বাংলা তরজমা করিতেছেন। এই তরজমা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)-এর আদেশক্রমে মাওলানা মালিক গোলাম ফরিদ সাহেবের ইংরেজী অনুবাদের অনুকরণে এবং যেখানে উপযোগী হয় তফসীরে সগীরের অনুকরণে করা হইতেছে। এই প্রসঙ্গে বন্ধুদেরকে স্মরণ করানো যাইতেছে যে, এই কাজ হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাক্ষিক আহমদীর মারফত ও কোন কোন বিশিষ্ট বন্ধুদেরকে ব্যক্তিগত পত্র দ্বারা অনুরোধ করা হইয়াছিল যে, এই তরজমার খসড়া ধারা-বাহিকভাবে পাক্ষিক আহমদীতে প্রকাশিত হইবে। বন্ধুগণ যেন বিশেষ মনযোগ সহকারে তাহা পাঠ করিয়া যান ও তাহাতে কোন ভুল-ত্রুটি কিংবা ভাষা ও ভাবের গরমিল নজরে আসিলে তাহা মোহতারম আমীর সাহেবের গোচরীভূত করেন, যাহাতে প্রয়োজনবোধে তাহা সংশোধন করা যায়।

কিন্তু অদ্যাবধি অতি অল্প সংখ্যক মন্তব্যই হস্তগত হইয়াছে। যেহেতু তরজমার কাজ প্রায় শেষ হওয়ার পথে ও অনধিক ছয় মাসের মধ্যে তরজমা প্রেসে দেওয়া হইবে সেইজন্য আবারও অনুরোধ করা যাইতেছে যে, জামাতের বিশিষ্ট বন্ধুগন যাহারা এই ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করিতে পারেন তাহারা যেন মেহেরবাণী করিয়া এই খসড়া তরজমার প্রতি মনোযোগ দেন ও তাহাদের মূল্যবান মতামত প্রণয়ন করিয়া এই মূল্যবান গ্রন্থকে সর্বাংগ সুন্দর করিতে সাহায্য করেন ও এই মহৎ কাজের জন্য আল্লাহতায়ালার রেজামন্দি হাসিল করেন।

অবশেষে অনুরোধ রহিল যে, আল্লাহতায়ালার সমীপে দার্দে-দিলের সংগে দোয়া করিবেন যাহাতে এই তরজমা দ্বারা বাংলা ভাষা-ভাষী ভাই-বোনদের জন্য বর্তমান জামানার তাকাযা অনুযায়ী ইসলামের সর্বাংগ সুন্দর রূপের প্রকাশ পায় এবং হেদায়াতের কারণ হয়।

নিবেদক—**ভিজির আলী**
নায়েব আমীর (১)

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সকল স্থানীয় জামাতের আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবানের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, চলতি মাসই ওয়াকফে-জদীদ এর শেষ মাস। চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে স্থানীয় পর্য্যায়ে তৎপর হইবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে। মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের অনুমোদনক্রমে আগামী ১০ই জানুয়ারী ৮৭ পর্যন্ত ওয়াকফে জদীদ এর চাঁদা পরিশোধের জন্য সময় বর্ধিত করা হইয়াছে। সম্পূর্ণ পরিশোধকারী চাঁদা-দাতার নাম ওয়াদা ও আদায় উল্লেখ করিয়া অনতিবিলম্বে খাকসারের নিকট পাঠাইবেন, সেইসংগে নতুন ওয়াদা লইয়া ওয়াদার তালিকাও পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। উল্লেখ্য যে এই খাতে নবজাতক শিশুকেও শামীল রাখিতে হইবে।

অদ্যাবধি অনেক জামাত থেকে তাহরীকে জদীদ এর ওয়াদার তালিকা পাওয়া যায় নাই। যে সমস্ত জামাত তাহরীকে-জদীদ এর ওয়াদার তালিকা প্রেরণ করেন নাই, সেই সকল জামাতকে যথা সম্ভব শীঘ্র ওয়াদার তালিকা প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ওয়াদার তালিকাও হুজুর (আইঃ)-এর নিকট প্রেরণের নির্দেশ আসিয়াছে।

খাকসার—**মোহাম্মদ শামসুর রহমান**
সেক্রেটারী তাহরীকে জদীদ ও ওয়াকফে জদীদ

আনসারুল্লাহর জরুরী বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর সকল স্থানীয় মজলিসের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, চলতি ডিসেম্বর ৮৬ মাসই আনসারুল্লাহর মালী সনের শেষ মাস। স্থানীয় মজলিসে আনসারুল্লাহর যয়ীমে আলা সাহেবানকে চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে তৎপর হইয়া বাজেট অনুযায়ী চাঁদা উসুলী করিবার বিশেষ পদক্ষেপ লইবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে। সেই সাথে ১৯৮৭ সনের বাজেট প্রণয়ন করিয়া অনতিবিলম্বে খাকসারের নিকট প্রেরণের জন্যও অনুরোধ করা যাইতেছে। উল্লেখ্য যে চাঁদা আদায়ের জন্য আগামী ১লা জানুয়ারী '৮৭ থেকে ১০ই জানুয়ারী '৮৭ পর্যন্ত আশারা পালন করিবেন এবং আদায়কৃত চাঁদা অতিসত্বর কেন্দ্রে প্রেরণ করিবেন। খাকসার—

মোহাম্মদ শামসুর রহমান

মোতামেদ মাল, বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, গত ১লা ডিসেম্বর ১৯৮৬ইং রোজ সোমবার বেলা দুপুর ২-৪৫ মিনিটে জনাব মুন্সী আব্দুল লতিফ সাহেব, বি, বাড়ীয়া আহমদী পাড়া নিজ বাস ভবনে ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। মৃতুকালে মরহুমের বয়স হয়েছিল ৮৮ বৎসর। মরহুম বি, বাড়ীয়া জামাতের প্রবীনতম জীবিত আহমদী ছিলেন। মৃত্যুর সময় তিনি স্ত্রী, পাঁচ পুত্র এক মেয়ে নাত-নাতনী ও বহু আত্মীয় স্বজন এবং গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তার রুহের মাগফিরাত ও দারাজাত বুলন্দি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্য খাসভাবে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি। —নাসির উদ্দিন (বি-বাড়ীয়া)

শুভ বিবাহ

গত ১২-১২-৮৬ইং তারিখে বাদ জুমায় চিটাগাং জামাতের মসজিদে, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার অন্তর্গত তারুয়া নিবাসী (বর্তমানে কর্মরত জেইলার ফেনী) জনাব মোঃ আবু তাহের সাহেবের ১ম ছেলে মোঃ মোবারক হুসেন (বাবলুর) সহিত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার বাসুদেব নিবাসী (বর্তমান চিটাগাং) জনাব মাহমুদুর রহমান সাহেবের একমাত্র কন্যা মোছাম্মৎ ছালমা আক্তার (জুয়েল)-এর সহিত শুভ বিবাহ ৭০,০০১ (সত্তর হাজার এক টাকা) মোহরানায় সম্পন্ন হয়। উক্ত বিবাহ পড়ান জনাব মৌঃ গোলাম আহমদ খান সাহেব আমীর, চিটাগাং।

উক্ত বিবাহ সর্বতোভাবে বা-বরকত হওয়ার জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের নিকট খাস দোয়ার জন্য আকুল আবেদন করিতেছি। —মোঃ ইয়াহিয়া লস্কর

সংশোধনী

পাক্ষিক আহমদীর বিগত সংখ্যায় সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা সম্বন্ধীয় সংবাদে হুসনাবাদ জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের নাম ভুলবশতঃ 'জনাব আকন আলী সরকার' ছাপিয়ে গিয়াছে। তাঁহার নাম হইল জনাব আরফান আলী সরকার। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। (সঃ আহমদী)

আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মউওদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন ঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য, এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দুমাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃত-পক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, প্রকাশ্যে আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?"

"আলা ইন্না লা নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

('আইয়ামুস সুলেহ,' পৃঃ ৮৬-৮৭)।

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the proprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya

4 Bakshibazar Road, Dhaka-11. Phone No. 501379

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar